সবার আগে সুশাসন
জনসেবায় উদ্ভাবন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বঙ্গবন্ধু
জনপ্রশাসন পদক
২০২৩

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক
বাংলাদেশ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২৩

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

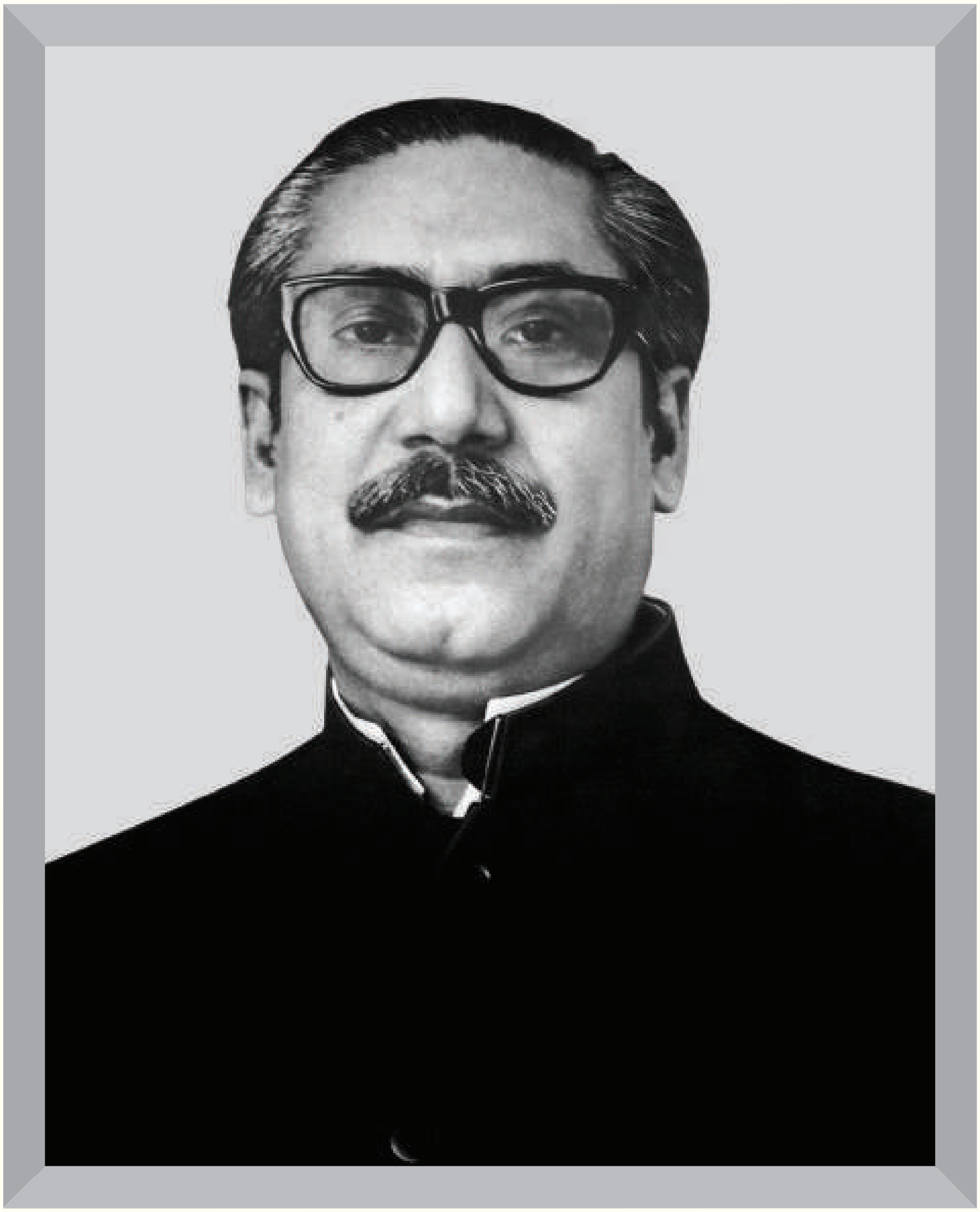

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

০৮ শ্রাবণ ১৪৩০
২৩ জুলাই ২০২৩

বাণী

‘জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

রাষ্ট্রের সার্বিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি-কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে দক্ষ, গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের সেবক হিসাবে কাজ করা সরকারি কর্মচারীদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এ প্রেক্ষিতে নাগরিক সেবা সহজ, সুলভ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের আরো বেশি জনবান্ধব ও আন্তরিক হতে হবে।

জনপ্রশাসনের সকল কর্মবিভাগে নিযুক্ত কর্মচারীদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী প্রয়াস, সেবা সহজীকরণ ও গঠনমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে ও সরকারের উন্নয়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক’ প্রদান একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে আমি মনে করি। এ বছর উদ্ভাবনী কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ জনপ্রশাসন পদকপ্রাপ্ত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

‘রূপকল্প ২০২১’-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছেছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর ন্যায় মেগা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সর্বোপরি সরকারের সময়োপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে করোনা অতিমারির সময়েও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থিতিশীল ছিল। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ দৃশ্যমান।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২১০০ সালের মধ্যে বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণের সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সেবা প্রদানের মানসিকতার উপর এসকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এর সম্ভাবনাসমূহ জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাতে জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারের সকল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ এবং উন্নত, সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন—এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি ‘জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৮ শ্রাবণ ১৪৩০
২৩ জুলাই ২০২৩

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও সরকারি কর্মচারীদের সৃজনশীল ও প্রশংসনীয় কাজের জন্য ‘জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস-২০২৩’ উদ্‌যাপন এবং ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২৩’ প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবস উপলক্ষ্যে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং পদকপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

সরকারি কর্মচারীরা সাধারণত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু এর মধ্যে কোনো কোনো কর্মচারী প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরে গিয়ে নতুন নতুন পদ্ধতি, প্রযুক্তি ও পন্থা ব্যবহার করে চলমান কাজ ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। এরূপ উদ্ভাবন-মানসিকতাসম্পন্ন ও উদ্যোগী কর্মচারীদের জন্যই এ পদকের আয়োজন। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের অধিকসংখ্যক কর্মচারীকে পদকের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সম্প্রতি জনপ্রশাসন পদকের ক্ষেত্র ও কলেবর সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র নয় মাসেই একটি সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে ২১(২) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন- ‘সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।’ তিনি সব সময় সরকারি কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি নিয়মিত সরকারি কর্মচারীদের খোঁজ-খবর রাখতেন এবং তাঁদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কল্যাণ নিশ্চিত করার বিষয়ে আন্তরিক ছিলেন। তিনি চাইতেন, প্রতিটি সরকারি কর্মচারী দক্ষ ও সৎ হবেন এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সঠিক পথে পরিচালিত হবেন। জনপ্রশাসন পদকের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নাম সংযুক্ত করায় আমি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। আমার প্রত্যাশা, এর মাধ্যমে জাতির পিতার আদর্শ, দেশপ্রেম, মানবিকতা ও দায়িত্বশীলতা সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে।

আওয়ামী লীগ সরকার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণের বিষয়েও আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে। সরকারি কর্মচারীদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে; তাদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে; গণকর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্প চলমান আছে। মাঠপর্যায়ে কর্মরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা এখন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার অনুদান ও কল্যাণ ভাতার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়েছে। আমাদের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকারি কর্মচারীদের নববর্ষের ভাতা প্রদানসহ বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে ।

গত সাড়ে ১৪ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বে ‘রোল মডেল’ হয়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। আমাদের মাথাপিছু আয় ২০০৫ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলার হয়েছে। আমরা দারিদ্র্যের হার ৪১.৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছি। বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশিতে আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি। সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে আমাদের নিজেদের অর্থে বহুল আকাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি। ঢাকাবাসীর স্বপ্নের মেট্রোরেল চালু করা হয়েছে। কর্ণফুলীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, পদ্মা সেতু দিয়ে ঢাকা-ভাংগা রেল সার্ভিস শীঘ্রই চালু করা হবে। আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও উন্নত করেছি। আমরা দেশের সকল ভূমিহীন-গৃহহীনকে বাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছি। আমরা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করে যাচ্ছি। ২০৩০ সালের মধ্যে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’ অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

আমি সরকারি কর্মচারীদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাই। আমাদের সরকার সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে শাক্তিশালী, কার্যকর ও গতিশীল জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি বিশ্বাস করি, আগামী দিনের জনপ্রশাসন উদ্ভাবন-মনস্ক, মানবিক এবং নাগরিকবান্ধব হবে।

আমি ‘জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস-২০২৩’ উদ্‌যাপন এবং ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২৩’ প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৮ শ্রাবণ ১৪৩০
২৩ জুলাই ২০২৩

বাণী

২০১৬ সাল থেকে সরকারি কর্মচারীদের উদ্ভাবনী ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস পালন করা হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রদান করা হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক'। এটি একটি তাৎপর্যবহ উদ্যোগ। এর মাধ্যমে জনপ্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হচ্ছে, যা সরকারের কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। এবারের জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়-'সবার আগে সুশাসন, জনসেবায় উদ্ভাবন'।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনকে ভিত্তি করে এদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই সরকারি কর্মচারীদেরকেও বঙ্গবন্ধুর এই দর্শনকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে। দিনে দিনে সেবার মানের উন্নয়ন হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরও উন্নতি হবে। কারণ, জবাবদিহির ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যেমন কঠোর, তেমনি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও আন্তরিক। সরকারি সেবা জনগণের নিকট সহজে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং প্রশাসনে গতি সঞ্চারের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে বর্তমান সরকার উদ্ভাবনী চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেছে। যার ফলস্বরূপ জবাবদিহি, উদ্ভাবন আর প্রযুক্তির সম্মিলিত প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসামান্য নেতৃত্বে আমরা ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছি। তাঁর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ হবে একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্র। একটি দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও যুগোপযোগী কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে তোলার মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার বা শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি দক্ষ কর্মচারীদের জন্য পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি সময়োপযোগী একটি উদ্যোগ। এর মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীরা দেশের ও জনগণের সেবা প্রদানে আরও উৎসাহিত হবেন। জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস, ২০২৩ উদ্‌যাপন-কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁরা এ বছর 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' বিজয়ী হয়েছেন তাঁদেরকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফরহাদ হোসেন, এমপি

সভাপতি
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

০৮ শ্রাবণ ১৪৩০
২৩ জুলাই ২০২৩

বাণী

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ‘জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস’ উদ্‌যাপন ও ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২৩’ প্রদান করছে জেনে আমি আনন্দিত। যেসব উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী মেধা এবং উচ্চ উৎকর্ষে আরোহণ করেছেন এবং পদক পাচ্ছেন—সকলকে জানাই অভিনন্দন। তাদের উত্তরোত্তর উত্তরণ ও সফলতা কামনা করছি।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে ব্যক্তি বিশেষের মেধা, দক্ষতা, জ্ঞান, নৈতিকতা, স্বতঃস্ফূর্ত জবাবদিহিতা, পেশাদারিত্ব, বিশ্লেষণে সূক্ষ্মদৃষ্টি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিচারিক বিচক্ষণতা, কে আগে, কে পিছে ইত্যাদি নির্ণয় আমার নিকট সবসময় জটিল প্রতীয়মান হয়েছে-এর একটা সহজ ও কার্যকর সমাধান আমার চিন্তা ভাবনায় থাকে কিন্তু সমাধান দুষ্প্রাপ্যই রয়ে গেছে। এই কঠিন বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ ও সফলতা প্রশংসনীয় এবং মন্ত্রণালয়কে অভিনন্দন জানাই।

পদক প্রাপ্ত সকলেই সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তারা অনেক দেখেছেন, জেনেছেন-সকলেই অভিজ্ঞতাপূর্ণ, ধীশক্তিমান—তত্ত্বাবধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব পালনে প্রাজ্ঞ। মেধা বিকাশ, উদ্ভাবনী শৈলী ও দক্ষতা আরও ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত হোক। আশা করি ভবিষ্যতের দিনে আলাদা করে কোনো পদক দেওয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারে। অবশ্য সুস্থ প্রতিযোগিতা উৎকর্ষ লালন ও বিকাশ ঘটায়।

আমরা জানি দিনে দিনে প্রশাসনের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, কার্যপরিধি ব্যাপ্ত হচ্ছে-পরিস্থিতির জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, নিরুপদ্রব জীবন ও দ্রুত উন্নয়নের চাহিদা আজ সমান্তরাল ও একীভূত। Law & Order কেন্দ্রিক প্রশাসনের পরিধি ক্রমে প্রসারিত হয়ে Development-এর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আজ অঙ্গীভূত।

বঙ্গবন্ধু অসীম দূরদৃষ্টি দিয়ে গড়তে চেয়েছিলেন বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডটিকে। এ দেশ শুধু দেশ নয়, এ দেশ আমাদের স্বপ্ন, ধ্যান ও তিতিক্ষা দিয়ে ঘেরা, রক্ত দ্বারা সিক্ত, স্নিগ্ধ, স্নাত ও পবিত্র।

আমরা জানি আমাদের সম্পদ অপ্রতুল। আমাদের জনসংখ্যা অধিক কিন্তু আমাদের অনেক চাহিদা ও স্বপ্ন। ছোটো দেশ, প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ কম। এ সমীকরণ জটিল ও সমাধান দুষ্কর। বাংলাদেশের জন্য সংবেদনশীল, বুদ্ধিদীপ্ত, দূরদর্শী সৃজনশীলতা সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন এবং আমাদের উন্নয়ন ও উপভোগ, সৃজিত সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের মধ্যে সৌষম্য ও সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ধীমান কর্মকর্তাদের সময়ানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পারঙ্গম দায়িত্ব পালনের কোনো বিকল্প দেখি না। এ প্রেক্ষাপটে একদিকে যেমন প্রশাসনকে-দল ও গোষ্ঠী নিবেদিত রাজনীতি থেকে

দূরে থাকতে হবে এবং আবার সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া চলবে না। রাজনীতি নীতি নির্ধারণ করবে এবং প্রশাসন তা সঠিক বাস্তবায়ন করবে। বস্তুত রাজনীতি এবং জনপ্রশাসন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ এবং এ দুটোর সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন।

Vision 2041 আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। কিন্তু আমরা Challenges-এর মুখোমুখি। Gross National Income এবং মাথাপিছু আয়ের স্থিতি ও ক্রমবৃদ্ধির ধারা সচল রাখতে হবে। প্রয়োজন Human Asset Index Development. শুধু কয়েকটি দেশের উপর নির্ভরশীলতা ও অদক্ষ শ্রমিক রপ্তানির উপর নির্ভর করলে চলবে না। Dependency Relationship হ্রাস অবশ্যকরণীয়। ৮০% পোশাক শিল্প-নির্ভর রপ্তানির বদলে Diversification of Exports and Expansion of Investments-এর দিকে অগ্রসর হতে হবে।

ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি Vulnerability নিয়ন্ত্রণে আমাদের সক্ষমতা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক করোনা অতিমারি, বর্তমান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, ভবিষ্যৎ ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ইত্যাদি আমাদের জন্য এক Pointing Finger-নিজ সম্পদ সংরক্ষণ, সময়োচিত যথাযথ উত্তম ব্যবহার, নূতন সম্পদ সৃজন এবং দেশের স্বয়ম্ভরতা আরও প্রাসঙ্গিক ও অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

প্রবৃদ্ধির উচ্চধারায় আয় ও সম্পদে দৃশ্যমান অসমতা, অর্থপাচার, যথেচ্ছাচার উপভোগের প্রবণতা সমাজে অস্থিরতা ও নৈতিকতার ভারসাম্যকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে এবং তা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু প্রবৃদ্ধির হার ও ভোগ নির্ভর উন্নয়ন আমাদের আদর্শ হতে পারে না–বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ লড়াই কোনোদিনই একমাত্রিক ছিল না।

বাংলার মানুষ দরিদ্র ও অসহায় এবং তাদের সেবাই হবে আমাদের ব্রত। আমরা ‘সহজ’ কে ‘জটিল’ করব না এবং ‘জটিল’ কে ‘সহজ’ করব–এ আমাদের অঙ্গীকার। বস্তুত চাকরি শুধু প্রথাগত দায়িত্ব পালন নয় বরং আদর্শ ও স্বপ্নের মিশ্রণে এক অনুপম আলেখ্য হতে পারে।

আমাদের নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আলোময় ‘সোনার বাংলা’র অপেক্ষায় আছি।

এ মহৎ অভিযাত্রায় আমরা সকলেই অংশীদার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এইচ এন আশিকুর রহমান এমপি

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৮ শ্রাবণ ১৪৩০
২৩ জুলাই ২০২৩

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণের দার্শনিক প্রত্যয় ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী কর্মপরিকল্পনা ও সুদক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়ন সাফল্যের রোল মডেল। রূপকল্প ২০২১ ও এমডিজি-এর সফল অর্জনের পরিক্রমায় এসডিজি অর্জনে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। ২০৪১-এর উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা ২০২২-২০৪১-এর উন্নয়ন কৌশল এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ইউক্রেন যুদ্ধ, করোনা মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাত মোকাবিলা করে বাংলাদেশ নতুন নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে সগর্বে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তবতা। জাতি এগিয়ে চলেছে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিমুখে। বর্তমানে দেশের সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের অধিকাংশ সেবা ই-প্ল্যাটফর্মে প্রদান করা হচ্ছে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের উপাদানগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার ও এর সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে গৃহীত হয়েছে নানা উদ্যোগ। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ‘শেখ হাসিনা মডেল’-এর আওতায় দেশকে গৃহহীন মুক্তকরণ, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্ণফুলি টানেল, মেট্রোরেল, শতভাগ বিদ্যুতায়ন, শতাধিক অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি দেশের সমৃদ্ধির বার্তা প্রদান করে। দেশের সমৃদ্ধিতে তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগাতে এবং প্রতিটি গ্রামে শহরের সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন।

জনপ্রশাসনের প্রত্যেক কর্মচারীর সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো জনসেবা। সরকারি সেবাসমূহ গণমানুষের কাছে সহজলভ্য করার জন্য প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। এ ধরনের কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রবর্তিত ‘জনপ্রশাসন পদক’-কে ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক’-এ রূপান্তর এ পুরস্কারকে প্রদান করেছে অনন্য মর্যাদা। এবছরের ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক’ বিজয়ীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ২৩ জুলাই ২০২৩ তারিখ জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মাহবুব হোসেন

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৮ শ্রাবণ ১৪৩০
২৩ জুলাই ২০২৩

বাণী

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একইসঙ্গে রাষ্ট্রের যেসব দক্ষ, মেধাবী ও সৃজনশীল কর্মচারী ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, ২০২৩’-এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের জানাচ্ছি উষ্ণ অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে ‘সোনার বাংলা’ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘রূপকল্প ২০৪১’ এবং ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন-দর্শন নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’।

সমাজে সুবিধাবঞ্চিত ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসার জন্য জমিসহ ঘর প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। নিজ অর্থায়নে নির্মিত, আমাদের সক্ষমতা ও সমৃদ্ধির প্রতীক পদ্মা সেতু সৃষ্টি করেছে উন্নয়নের নবজোয়ার। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের সমৃদ্ধ দেশ।

‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক’ প্রবর্তন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এক অনন্য সিদ্ধান্ত। এর দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ তাদের কর্মদক্ষতা ও সৃজনশীলতার স্বীকৃতি পাচ্ছেন। এই প্রণোদনা রাষ্ট্রের কর্মচারীদের মধ্যে নব-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে, যা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে দারুণভাবে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২৩ এর আয়োজনের সঙ্গে জড়িত সকলের সার্বিক মঙ্গল এবং আয়োজিত অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৮ শ্রাবণ ১৪৩০
২৩ জুলাই ২০২৩

বাণী

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক প্রদান ও জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সারা বছরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন বললে অত্যুক্তি হবে না। জনগণের জন্য মানসম্মত সরকারি সেবা নিশ্চিত করতে সরকারি কর্মচারীদের সময়োপযোগী উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী মানসিকতা প্রয়োজন। জনদুর্ভোগ লাঘব, সময় সাশ্রয় ও দীর্ঘসূত্রতা পরিহারের লক্ষ্যে যথাযথ নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন অপরিহার্য। জনবান্ধব জনপ্রশাসন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মচারীদের অনুপ্রাণিত করতে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' প্রবর্তন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের সংস্থাপন বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাঁদের কল্যাণে মনোযোগী ছিলেন। এই মহান নেতার নামে জনপ্রশাসন পদকের নামকরণের মধ্য দিয়ে পদকটির গুরুত্ব ও মর্যাদায় বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে দেওয়া পদকের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে তাঁর মতো দেশপ্রেম ও দায়িত্বশীলতা সঞ্চারিত হলেই এ পদক প্রদানের উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আমি মনে করি।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও দায়িত্বশীল ভূমিকায় সরকারের লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় অভিষিক্ত করেছে। ধারাবাহিক কাঙ্ক্ষিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসা, সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নসহ সকল অর্জনে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

দেশের যে-কোনো দুর্যোগ ও সংকটে সরকারি কর্মচারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে থাকেন। করোনা মহামারির সময়ে আক্রান্ত ও দুস্থদের মাঝে খাদ্য বিতরণে এবং করোনা টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমরা তার নজির দেখেছি। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অস্থিরতার কারণে (রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে) জটিল বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। অর্জিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ধরে রাখা এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক রাখা—এখনকার সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ। একটি স্থিতিশীল শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র ও সহনশীল সমাজ গঠনে সরকারি কর্মচারীদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানাই।

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে আমি সকল সরকারি কর্মচারীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, ২০২৩ প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ও বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, ২০২৩ প্রদান অনুষ্ঠানের কর্মযজ্ঞে ও এর সফল বাস্তবায়নে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী

স্মার্ট বাংলাদেশ, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও কিছু প্রস্তাব

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

‘রূপকল্প ২০২১’ বাস্তবায়ন হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ পর্ব শেষে আবারও নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এবারের লক্ষ্যের নাম ‘স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১’। আপাতদৃষ্টিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ একই প্রকৃতির রূপকল্প মনে হলেও ব্যাবহারিক ও ধারণাগত দৃষ্টিকোণ থেকে তা বেশ ভিন্ন। ডিজিটাল বাংলাদেশ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যম। অপরপক্ষে, স্মার্ট বাংলাদেশ হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের পরবর্তী সুসংহত পরিমার্জিত রূপ, যা মূলত সরকারি সেবা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে স্মার্টভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস, যেখানে সকল ধরনের ন্যায্য জনঅধিকার পূর্বের তুলনায় অধিকতর সক্ষমতার সঙ্গে নিশ্চিত করার মহাপরিকল্পনা করা হয়েছে। মূলত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করার প্রয়াসই হলো স্মার্ট বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্ব অর্জন করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লক চেইন, আইওটি, ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবোটিকস, মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইনের মতো ক্ষেত্রগুলোয় জোর দিতে হবে। এর জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা জরুরি। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এ প্রবন্ধে কিছু প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশ

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পূর্বে আরও তিনটি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে। যে জাতি বা যে দেশ সে বিপ্লবের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি তারা হয়েছে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার কারণে শিল্পবিপ্লবের সুফল তারা পায়নি। প্রথম শিল্পবিপ্লবের স্থায়িত্ব ছিল ১৭৬০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত। রেলপথ নির্মাণ ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবনের মাধ্যমে এ বিপ্লব যান্ত্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের শুরু উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এবং এর ব্যাপ্তি ছিল বিশ শতক জুড়ে। বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কনভেয়র বেল্ট-নির্ভর অ্যাসেম্বলি লাইনের প্রয়োগের মাধ্যমে এ বিপ্লব উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়ে দিলে শিল্পোদ্যোক্তাদের আবির্ভাব তথা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণির উদ্ভব হয়। তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের সূচনা ঘটে ১৯৬০ এর দশকে। এটাকে কেউ কেউ কম্পিউটার বা প্রাথমিক পর্যায়ের ডিজিটাল বিপ্লব বলে অভিহিত করে থাকেন। এর প্রভাবক ছিল সেমি কন্ডাক্টার, মেইন ফ্রেম কম্পিউটিং, পার্সোনাল কম্পিউটিং ও সব শেষ ইন্টারনেট।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক Klaus Schwab মনে করেন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব প্রাথমিক পর্যায়েই আছে, যার সূচনা হয়েছে এ শতাব্দীর শুরুতে আর তা গড়ে উঠেছে

ডিজিটাল বিপ্লবের উপর ভিত্তি করে। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) অধ্যাপক এরিক ব্রিনজফসন ও আন্ড্রু ম্যাকাফি এই যুগকে বর্ণনা করেছেন 'দ্বিতীয় যান্ত্রিক যুগ' হিসাবে। Second Machine Age নামে ২০১৪ সালে প্রকাশিত বইয়ে বলা হয়—"সভ্যতা এখন এক পথের মোড়ে আছে, যেখানে এই ডিজিটাল প্রযুক্তি অটোমেশন ও অভাবনীয় সব জিনিস তৈরির মাধ্যমে পূর্ণশক্তিতে নিজেকে বিকশিত করবে। সভ্যতা এক নতুন মাত্রা পাবে।" সুতরাং, অন্যদের কাছে যা চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা ডিজিটাল যুগের পরবর্তী অবস্থা বর্তমান সরকারের কাছে তা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের আহ্বান।

স্মার্ট বাংলাদেশের বিষয়বস্তু

২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি টেকসই ও উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তুলে ধরেন তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ "Striving to Realize the Ideals of My Father" শিরোনামে লেখা প্রবন্ধে। তিনি প্রবন্ধটিতে গুরুত্ব আরোপ করেছেন কীভাবে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সাতটি সমস্যার মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা যায়, কীভাবে দেশ ও জাতিকে একটি স্মার্ট স্তরে উন্নীত করা যায়; যেখানে দেশ নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, স্বৈরাচার, সন্ত্রাসবাদ এবং চরমপন্থার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে, সর্বোপরি, সকলের জন্য একটি কাঙ্ক্ষিত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে পারে। ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অনুপ্রেরণাদায়ী একটি ঘোষণা। এ ঘোষণা সমাজের সকল শ্রেণি, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় সবচেয়ে বেশি। সে ঘোষণার প্রায় ১৩ বছর পর ৭ এপ্রিল ২০২২ বাংলাদেশ যখন আরেকটি যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, ঠিক তখনই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' রূপকল্প বাস্তবায়নের ধারণা দেন। ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে তিনি বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তুলবেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিকতম পদক্ষেপ হলো 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠন। তিনি আরও বলেন, "স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য ৪টা ভিত্তি ঠিক করা হয়েছে—(১) স্মার্ট সিটিজেন (২) স্মার্ট ইকোনমি (৩) স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং (৪) স্মার্ট সোসাইটি।"

(১) স্মার্ট সিটিজেন : এই স্তম্ভটির লক্ষ্য থাকবে বাংলাদেশের জনগণকে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে মননে ও মেধায় ক্ষমতায়িত করা। ২০৪১ সালের বাংলাদেশের নাগরিককে সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের এবং অর্থনীতির প্রাণশক্তি হিসাবে গড়ে তোলাই হলো স্মার্ট সিটিজেন ধারণা বাস্তবায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(২) স্মার্ট ইকোনমি : বাংলাদেশের অর্থনীতি হবে উদ্ভাবনীমূলক, যেখানে বাংলাদেশ শিল্প প্রযুক্তি বিপ্লবের অগ্রভাগে নেতৃত্ব দেবে, বিশেষ করে বস্ত্র, তৈরি পোশাক, হালকা প্রকৌশলসহ কৃষি খাতসমূহে। এই খাতসমূহ একটি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি শক্তিশালী তথ্য ও প্রযুক্তি শিল্প গড়ে তুলবে।

(৩) স্মার্ট গভর্নমেন্ট : ২০৪১ সালের সরকার ব্যবস্থা হবে অনেকটা ‘অদৃশ্য সরকার ব্যবস্থা’। মানুষ যে-কোনো ধরনের সেবা পাবে কোনো ধরনের মানুষের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ব্যতীত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জননিরাপত্তা, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি একান্ত ব্যক্তিগত সেবাসমূহ হবে সম্পূর্ণ পেপারলেস।

(৪) স্মার্ট সোসাইটি : স্মার্ট সোসাইটি বলতে মূলত অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝাবে যেখানে সমাজের সকল শ্রেণির নাগরিক ও টেকসই জীবনযাত্রা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রযুক্তিগত সহনশীলতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি মানবিক বিষয়াদি নাগরিকদের মধ্যে প্রোথিত থাকবে। স্মার্ট সোসাইটির জীবনযাত্রা হবে স্থিতিশীল, প্রাণোচ্ছল যার চালিকাশক্তি আসবে একটি সমন্বিত প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্ম হতে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে উদ্যোগ

ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স’ গঠনের পাশাপাশি একটি নির্বাহী কমিটিও গঠিত হয়েছে, যারা ‘স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১’ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরি করবেন। টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির কর্মপরিধিতে বলা হয়েছে, ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ কার্যকর রূপান্তরে স্বল্প-মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা নেওয়া, আইন ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সৃষ্টি এবং সকল পর্যায়ে তা কার্যকরকরণে দিকনির্দেশনা দেবে এ কমিটি। বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দেশে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক করা হয়েছে। গবেষণা-উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহ দেওয়া এবং ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমির মধ্যে নেটওয়ার্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রথম আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর ‘শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর’ গত ৬ জুলাই ২০২২ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বর্তমানে সারাদেশে ৯২টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ চলছে। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ৬৪ জেলায় ‘শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার’ স্থাপন করা হচ্ছে, যার মধ্যে তিনটি প্রকল্প অনুমোদিত এবং আরও ৩৪টি জেলায় এটি স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আগামী প্রজন্মকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে এবং ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ও রোবোটিকস সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষা দিতে ৩০০টি স্কুল অব ফিউচার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের ভিত্তি হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ইতোমধ্যে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ মডিউল আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে সরকারের এই উদ্যোগের সঙ্গে নবীন সরকারি কর্মকর্তাগণ তাঁদের কর্মজীবনের প্রারম্ভেই পরিচিত হতে পারেন এবং মাঠ প্রশাসনে গিয়ে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। জনপ্রশাসনে কর্মরত সকল কর্মকর্তার ডেটাবেজ-সংবলিত Government Employee Management System (GEMS) সফটওয়্যারের

কাজ চলমান, যা সম্পন্ন হলে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন আরও বেশি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে। এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা-অনুযায়ী জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা কাজ করে যাচ্ছেন।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে জনপ্রশাসন : সেবাদানের ক্ষেত্রে এর প্রায়োগিক তাৎপর্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ অনুযায়ী সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দক্ষ, সেবামুখী, কল্যাণধর্মী ও দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন গড়ে তোলা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য। জনপ্রশাসন অন্য যে-কোনো সময়ের তুলনায় অধিক জনবান্ধব ও সেবামুখী।

জনসেবা দানের ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিসমূহ জনবান্ধবরূপে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াই এই প্রক্রিয়ার মুখ্য উপজীব্য। জনপ্রশাসনের সদস্য কর্তৃক জনসাধারণকে শিক্ষা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্যসেবার ও জননিরাপত্তার মতো মৌলিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা খুঁজে বের করাই জনপ্রশাসনের প্রাথমিক লক্ষ্য।

সোজা কথায় বলতে গেলে ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি), রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) ব্যবহার করে কীভাবে সেবাগ্রহীতাদের সেবার মান উন্নত করা যায়, সেবা প্রাপ্তির সময়, খরচ এবং সেবা গ্রহণে সরকারি অফিসে বারবার আসা-যাওয়া কমানোসহ বর্তমানে প্রচলিত সেবা প্রদানের ঘাটতিসমূহ মোকাবিলা করা যায়, তা নির্ধারণ করা জরুরি। যুগের চাহিদা মোকাবিলায় চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের আবির্ভাবের কারণে নিত্যনতুন পণ্য উদ্ভাবনে ও জনসেবা প্রদানে নতুন সম্ভাবনার দ্বারও উন্মুক্ত হয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারি কর্মচারীদের যে পাঁচটি দক্ষতা প্রয়োজন

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আমাদের জীবন-জীবিকা, কর্মক্ষেত্র এবং সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এবং সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করছে। নতুন প্রযুক্তির বিস্তার কীভাবে ঘটে থাকে তার বিশ্লেষণে প্রায়শই উপেক্ষা করা হয় হাজার হাজার সরকারি কর্মকর্তা, যেমন—সরকারি নীতি নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক এবং মাঠপর্যায়ে কর্মরত জনপ্রশাসনের সদস্যবৃন্দকে, যারা তাঁদের নেতৃত্বগুণের কারণে প্রযুক্তি এবং জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করেন এবং উভয়ের মধ্যে একটি ইন্টারফেস গঠন করেন।

অদূর ভবিষ্যতে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রতিনিয়ত উদ্ভাবিত নতুন পণ্য ও সেবা সৃষ্টির এবং ক্রমাগত অভিযোজিত হওয়ার গতি-প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, থ্রিডি মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহার করে অত্যাধুনিক পোশাক তৈরি, বিভিন্ন নতুন ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন বা বায়োনিক অতিমানব সৃষ্টি, এমনকি অস্ত্র উৎপাদন করা—এর প্রতিটিই বিদ্যমান আইনি কাঠামোর উপর ব্যাপক চাপ ফেলবে। প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের

সঙ্গে সঙ্গে সাইবার ক্রাইম বেড়ে যাওয়ার ফলে এ-সংক্রান্ত অপরাধ মোকাবিলা করা এক বড় চ্যালেঞ্জ। এর ফলে নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের অসহায়ত্ব বাড়ছে এবং অর্থনীতিতে রিয়েল-টাইমে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো বা মোকাবিলা করা দুরূহ হয়ে পড়ছে।

উপরন্তু, নবসৃষ্ট প্রযুক্তি জনসাধারণের ব্যবহার উপযোগী হওয়ার আগে একটি আইনি কাঠামোর মাধ্যমে যাওয়ার কথা, কিন্তু নিত্যনতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের হার অতিদ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন সরলরৈখিক সম্পর্ক প্রতিনিয়ত ভেঙে পড়ছে; নতুন প্রযুক্তি এবং নিয়ন্ত্রক-সংস্থাসমূহ সেই উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সক্ষমতা অর্জন করতে না পারার কারণে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এ যুগে জনসাধারণ উক্ত প্রযুক্তি ও সেবাসমূহের আর্থিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হওয়ার আগেই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং অভিজ্ঞতা লাভ করছে।

এই নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং সেগুলো সুচারুরূপে ব্যবহার করা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের স্থায়িত্ব এবং আমাদের দেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাসঙ্গিকতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে কার্যকরভাবে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য পাঁচটি দক্ষতা সমান গুরুত্বপূর্ণ :

১. প্রযুক্তিগত জ্ঞান

একজন সরকারি কর্মকর্তা হলেন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত এমন এক ব্যক্তি যার উপর দেশের আপামর জনসাধারণের আস্থা রয়েছে। সমাজে পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাই, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এ যুগে প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং জনস্বার্থে এর প্রয়োগ, একজন সরকারি কর্মকর্তার জন্য মৌলিক দক্ষতা।

২. উচ্চ মানের ডেটা ব্যবহার, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

সরকারি কর্মকর্তাদের প্রযুক্তি ও পেশাগত দক্ষতাকে অবশ্যই বিগ ডেটার সঙ্গে সন্নিবেশ করতে হবে। যেহেতু চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সাইবার এবং ভৌত বিশ্বকে নতুন উপায়ে একত্রিত করেছে, নাগরিকেরা নিজেরাই এখন ডেটার ভান্ডারে পরিণত হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে দ্রুতগতিতে উৎপন্ন ডেটার পরিমাণ পূর্বে ঘটে যাওয়া যে-কোনো কিছুর চেয়ে আকার ও আয়তনে অনেক বড়। এমতাবস্থায়, সরকারকে অবশ্যই উচ্চ কম্পিউটিং শক্তি এবং বিগ ডেটা ব্যবহার, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে।

৩. জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে কর্মসম্পাদন

আধুনিক ও কার্যকর প্রশাসন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো আইনি কাঠামো ও বিধিবিধান সংস্কার বা উন্নয়ন কার্যক্রমে নাগরিকসহ অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা। সে জন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য সেবাগ্রহীতাদের মতামত (পাবলিক ইনপুট), প্রারম্ভিক সতর্কতা, ডেটা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সেবাদানকারী এবং সেবাগ্রহীতাদের মিথস্ক্রিয়ার জন্য একটি কার্যকর ইন্টারফেস এবং চ্যানেল তৈরি করা প্রয়োজন।

৪. বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক স্থাপন

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হলো শিল্পখাতের বিভিন্ন সেক্টর এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে বৈশ্বিক সহযোগিতার ফসল। একইভাবে, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব-বিষয়ক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা এবং আইনি কাঠামো সৃজন করতে হবে। এই আইনি কাঠামো ব্যবহৃত হবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে, বিভিন্ন সেক্টরের সর্বোত্তম অনুশীলনগুলোর (Best Practices) আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো বন্ধ করতে। বিভিন্ন পণ্য ও সেবা-সংক্রান্ত বর্তমান ও পূর্বের বিচ্ছিন্ন পুরানো মডেলগুলোকে স্বচ্ছ এবং চিন্তাশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নেটওয়ার্কের ভিতর আনতে হবে। এই নেটওয়ার্কগুলিতে একাডেমিয়া (Academia) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, যেমনভাবে বর্তমানে একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তি বিষয়ে গভীর জ্ঞানসমৃদ্ধ তৃতীয় পক্ষের সংস্থাগুলো করে থাকে।

৫. উদার এবং তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন প্রশাসন

মৌলিকভাবে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মকর্তাদের সকল সেবার মান নির্ধারণ এবং অনলাইনসহ সকল ক্ষেত্রে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং ভূমিকা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। এর পাশাপাশি তাঁদের সর্বদা কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু হতে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুবিধা পেতে গেলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলোর ক্রমাগত উন্নতি ও সংস্কারসহ জনবান্ধব, পরিবর্তনমুখী ও তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে।

ভবিষ্যৎ প্রস্তাব

ডিজিটাইজেশনের প্রায়োগিক অর্থগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো স্বয়ংক্রিয়তা। আর এ স্বয়ংক্রিয়তার বাস্তবভিত্তিক, মানসম্পন্ন, জনচাহিদাভিত্তিক, দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহারের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা যায় :

প্রস্তাব-১ : উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ : ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ। সে উন্নত দেশ হতে গেলে পণ্য বা সেবা তা যাই হোক না কেন কম খরচে অধিক উৎপাদনে মনোযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহ Diminishing Return To Scale (ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন)-এর পাল্লায় পড়বে না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে; যেমন: ১৯৯০ সালে ডেট্রয়েটের বড় তিন কোম্পানির সম্মিলিত মূলধনের বাজার মূল্য ছিল ৩৬ বিলিয়ন ডলার আর কর্মী ছিল ১২ লক্ষ। ২০১৪-তে সিলিকন ভ্যালির সবচেয়ে বড় তিন কোম্পানির মূলধনের বাজার মূল্য ১.০৯ ট্রিলিয়ন ডলার। কিন্তু তাদের কর্মীসংখ্যা ছিল মাত্র একলক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার। আর এটা সম্ভব হয়েছে প্রযুক্তির স্মার্ট ব্যবহারের ফলে।

প্রস্তাব-২ : প্রযুক্তিবান্ধব নতুন প্রজন্ম : দ্বিতীয় প্রস্তাব আসবে প্রথম প্রস্তাবের সূত্র ধরেই। প্রযুক্তির উন্নততর এবং স্মার্ট ব্যবহার যদি জনবহুল বাংলাদেশে শুরু হয়, তাহলে বেকারত্বের হার বৃদ্ধির প্রাসঙ্গিক ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ভাবতে হবে। এই ভাবনা নিয়ে বিখ্যাত ব্রিটিশ

অর্থনীতিবিদ কেইন্স ১৯৩১ সালে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে বেকারত্ব বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে। তবে তাঁর সে আশঙ্কা এখন পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন সবসময়ই কিছু না কিছু পরিমাণ চাকরি হ্রাস করেছে তবে তা প্রতিস্থাপিত হয়েছে ভিন্ন ধরনের কর্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কৃষিকেই উদাহরণ হিসাবে ধরলে দেখব যে, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি শ্রমিক ছিল মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৫%, বর্তমানে ৪৫.৩৩%। জিডিপিতে ১৯৭২ সালে কৃষির অবদান ছিল ৪৩.০৫%, আর বর্তমানে অবদান প্রায় ১১.২০% এবং তা ক্রমহ্রাসমান। এই নাটকীয় পরিবর্তন আকস্মিকভাবে ঘটেনি, ঘটেছে বেশ ধীরে ধীরে। ফলে বিপুল কোনো কর্মহীন পরিবেশ তৈরি হয়নি। তবে আশঙ্কার জায়গাটা এখনও বিদ্যমান; কারণ, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের গতি-প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি অন্য তিনটি শিল্পবিপ্লবের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী ও সর্বগ্রাসী। সুতরাং, আমাদের প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করতে পারে।

প্রস্তাব-৩ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও নৈতিকতা : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যে প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদগণ দ্বিধাবিভক্ত। নিরাশাবাদীরা বলেন ডিজিটাল বিপ্লবের জরুরি অবদানগুলো ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে আর উৎপাদনের উপর তাদের প্রভাব প্রায় শেষের পথে। বিপরীত দিকে আশাবাদীরা বলেন, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন অবস্থান করছে একটি ইনফ্লেকশন বা স্যাডেল পয়েন্টে, শীঘ্রই তা উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে। তবে তা যদি সত্য হয় ভুক্তভোগী হবে সেই শ্রমজীবীরাই। কারণ উৎপাদনের চারটি ফ্যাক্টরের মধ্যে কোম্পানিগুলো বেছে নেবে কম শ্রমিক বেশি মূলধন প্রক্রিয়া যার ফলাফলস্বরূপ কম মূল্যে শ্রম ক্রয়ের প্রবণতা বাড়বে। এর বাস্তব উদাহরণ আমাদের দেশের তৈরি পোশাক শিল্প। সুতরাং শ্রম আইন আরও বেশি বাস্তবসম্মত ও শ্রমিকবান্ধব করার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।

প্রস্তাব-৪ : লিঙ্গ বৈষম্য ও স্মার্ট বাংলাদেশ : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৫-এর দশম সংস্করণে প্রকাশিত হয় দুটি উদ্বেগজনক প্রবণতা—(ক) বর্তমান ধারায় এগোতে থাকলে দুনিয়াব্যাপী অর্থনৈতিক লিঙ্গ সমতা অর্জিত হতে আরও সময় লাগবে ১১৮ বছর এবং (খ) সমাজে নর-নারীর বৈষম্য দূর হচ্ছে না; এই বিষয় দুটি বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় লিঙ্গ বৈষম্যের উপর চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা স্মার্ট বাংলাদেশের প্রভাব এখনো পরিপূর্ণভাবে অনুমেয় না হলেও অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় সমাজের যে-কোনো নেতিবাচক প্রভাব নারীদেরই প্রথম আঘাত করে। এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো নারীপ্রধান পেশা নাকি পুরুষপ্রধান পেশা কোনটি বেশি অটোমেশন-এর দিকে ঝুঁকবে, তার উপর নির্ভর করবে লিঙ্গ বৈষম্য কমবে না বাড়বে। আমাদের প্রথমে নারীপ্রধান পেশা চিহ্নিত করতে হবে এবং নারীপ্রধান পেশা বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে—এমনটা ধরে নিয়ে আমরা যদি এখনই প্রস্তুতি নিয়ে রাখি, তবে আসন্ন বিপদ (যদি আসে) মোকাবিলায় আমরা সফল হব।

প্রস্তাব-৫ : পরিবেশ নবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ : বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রজেক্ট স্ট্রিম লাইন নামক

প্রকল্পটি চক্রাকার অর্থনীতির একটি দারুণ মডেল সম্বন্ধে ধারণা দেয়। শুধু ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকার নয় আমাদের পরিবেশও এই চক্রাকার অর্থনীতির অংশ। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে পরিবেশের ক্ষতি হলে তা পুষিয়ে নিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। স্মার্ট শিল্পে উৎপাদনের ভৌত উপকরণ, জ্বালানি, শ্রম আর জ্ঞান এমনভাবে সম্মিলিত করতে হবে, যাতে পরিবেশ থেকে আহরিত সম্পদ প্রত্যর্পণ ও প্রতিস্থাপন করা যায়। এতেই নতুন চক্রাকার অর্থনীতি তৈরি করা যাবে, যা হবে টেকসই।

প্রস্তাব-৬ : জনপ্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি : সরকারি কর্মচারীগণকে সরকারের সকল নীতি, নির্দেশ, কার্যক্রম, উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ড সফলভাবে সম্পাদনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। জনপ্রশাসন যত স্মার্ট হবে দেশ তত অগ্রসর হবে অর্থ্যাৎ ‘Smart Public Administration for Smart Bangladesh’ এই মন্ত্রে জনপ্রশাসনের সকলকে দীক্ষিত হতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করতেন যে, সোনার বাংলা গড়তে সোনার মানুষ প্রয়োজন। সে কারণে, প্রজাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মচারীগণের মেধা সম্পদের যথাযথ কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং একটি আধুনিক উন্নত বাংলাদেশ গঠনে অন্যতম চালিকা শক্তি হিসাবে সরকারি কর্মচারীগণকেও স্মার্ট হতে হবে। সেই স্মার্টনেস প্রতিফলিত হবে তাঁদের চলনে-বলনে, কাজে-কর্মে, জনসেবায় ও দেশপ্রেমে। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রণীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সিলেবাসে তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এ পর্যন্ত স্মার্ট জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে যেসকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা যথেষ্ট কি না সে ব্যাপারে বৎসরান্তে মূল্যায়নপূর্বক সংযোজন-বিয়োজন ও হালনাগাদ করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন হবে। সরকারের সকল স্তরের নিয়োগ পরীক্ষায় দক্ষতা যাচাই এমন হতে হবে যেন স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে কর্মচারীগণ কর্মজীবনের প্রারম্ভ হতেই ভূমিকা রাখতে পারেন। সে জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনসহ নিয়োগকারী সকল কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বিপ্লবকে বুনিয়াদ ধরে পরবর্তী পদক্ষেপ স্মার্ট বাংলাদেশ সৃজনের প্রয়াসকে তুলে ধরার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এ প্রবন্ধটি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ যেমন সফল হয়েছে, তেমনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণেও সফল হবে। জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অভিজ্ঞতা রয়েছে সে জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনেও তাঁরা সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography):

Abdullah, M. (2023) What is in the Smart Bangladesh plan? Dhaka Tribune, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2023/04/10/what-is- in-the-smart-bangladesh-plan

Campbell, A. (2017) Five skills public officials need in the Fourth Industrial Revolution, The World Economic Forum, Retrieved July 11, 2023, from https://www.weforum.org/agenda/2017/01/five-skills-public-officials-need-in-the-fourth-industrial- revolution/

Digital, M. (2022) Smart Bangladesh Vision 2041 | All you need to explore, Digital Mahbub, Retrieved July 11, 2023, from https://digitalmahbub.com/smart-bangladesh/

Hitachi-UTokyo Laboratory (H-UTokyo Lab.) (2020) Society 5.0: A People-centric Super-smart Society, Springer Nature Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981- 15-2989-4

Kabir, R., & Mirdha, R. U. (2023) Road to Smart Bangladesh, The Daily Star, https://www.thedailystar.net/business/economy/news/road-smart-bangladesh- 3254121

Mathebula, N. E. (2021) Public administration in the fourth industrial revolution: Implications for the practice, Gender and Behaviour, 9(2), 18199-18205, https://www. ajol.info/index-.php/gab/article/view/212898

Pal, S. K., & Sarker, P. C. (2023) SMART Bangladesh Vision 2041: Concept of a Sustainable Developed Country, Environmental Management and Sustainable Development, 12(1), 67, 10.5296/emsd.v12i1.20666

Sheikh Hasina (2021) Striving to Realize the Ideals of My Father, Innovations: Technology, Governance, Globalization, 13:(1-2), 2–20, https://doi.org/10.1162/inov_a_00279

এস এম মুজিবুর রহমান (২০২৩) চতুর্থ শিল্প বিপ্লব: ভবিষ্যতের ভাবনা, চতুর্থ বা পঞ্চম শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত, বাংলা ধরিত্রী, ঢাকা

ওয়ালি-উল-মারূফ মতিন (২০২০) ক্লাউস শোয়াব প্রণীত ‘চতুর্থ শিল্পবিপ্লব’-এর বাংলা অনুবাদ, মাতৃভাষা প্রকাশ, ঢাকা

নজরুল ইসলাম (২০২৩) চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং বাংলাদেশ, চতুর্থ বা পঞ্চম শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত, বাংলা ধরিত্রী, ঢাকা

ফয়েজ আহমদ তৈয়ব (২০২০) চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশ, আদর্শ প্রকাশনী, ঢাকা

মোস্তাফা জব্বার (২০২৩) চতুর্থ বা পঞ্চম শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত, চতুর্থ বা পঞ্চম শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত, বাংলা ধরিত্রী, ঢাকা

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন (২০১০) প্রথম দর্শনে বঙ্গবন্ধু, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

মোঃ নূরুজ্জামান (২০২২) চতুর্থ শিল্পবিপ্লব: দার্শনিক ভাবনা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ মুদ্রণ বিভাগ, ঢাকা

লাফিফা জামাল (২০২৩) মানব সভ্যতাকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে গেছে অভাবনীয় উচ্চমাত্রায়, চতুর্থ বা পঞ্চম শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত, বাংলা ধরিত্রী, ঢাকা

শেখর দত্ত (২০২৩) আরও পালটে যাচ্ছে পৃথিবী, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের অগ্রযাত্রা, চতুর্থ বা পঞ্চম শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত, বাংলা ধরিত্রী, ঢাকা

সংগীতা আহমেদ (২০২৩) চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বহুমাত্রিক প্রয়োগ, চতুর্থ বা পঞ্চম শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত, বাংলা ধরিত্রী, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২), ১৯৭২ সালের আইন

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২৩

পদকপ্রাপ্তদের পরিচিতি

কোড : BPAA 001
ক্ষেত্র : সাধারণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

শ্রেণি : দলগত

পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ :

১. জনাব মোঃ আনোয়ার হোছাইন আকন্দ, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, লক্ষ্মীপুর

২. জনাব ডা. আহাম্মদ কবীর, সিভিল সার্জন, লক্ষ্মীপুর

৩. জনাব মোহাম্মদ নূর-এ-আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), লক্ষ্মীপুর

৪. জনাব মোঃ ইমরান হোসেন, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বিএসটিআই, ঢাকা ও প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লক্ষ্মীপুর সদর

৫. জনাব অন্জন দাশ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর

মোঃ আনোয়ার হোছাইন আকন্দ

ডা. আহাম্মদ কবীর

মোহাম্মদ নূর-এ-আলম

মোঃ ইমরান হোসেন

অন্জন দাশ

কর্মকর্তাগণের পরিচিতি :

১। **জনাব মোঃ আনোয়ার হোছাইন আকন্দ** ১ জানুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার কুষ্টিয়া নামাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে সমাজকল্যাণ বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং সামাজিক

নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমবিষয়ক গবেষণার জন্য একই ইনস্টিটিউট হতে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ভারতের হায়দরাবাদে অবস্থিত English and Foreign Language University হতে ইংরেজি ভাষার উপর ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ হতে জনসংখ্যা বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২২তম ব্যাচের কর্মকর্তা। পদকের জন্য বিবেচ্য সময়ে তিনি জেলা প্রশাসক, লক্ষীপুর হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

২। **ডা. আহাম্মদ কবীর** ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে কুমিল্লা জেলায় দেবিদ্বার উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৯৫ সালে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ২০তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি লক্ষ্মীপুর জেলার সিভিল সার্জন হিসাবে কর্মরত।

৩। **জনাব মোহাম্মদ নূর-এ-আলম** ১২ ডিসেম্বর ১৯৮০ তারিখে কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেরিন ফিশারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম থেকে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ঢাকা থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩০তম ব্যাচের কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এবং উপপরিচালক স্থানীয় সরকার (ভারপ্রাপ্ত) হিসাবে লক্ষ্মীপুর জেলায় কর্মরত।

৪। **জনাব মো. ইমরান হোসেন** ৪ মার্চ ১৯৮৭ তারিখে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব বার্মিংহাম হতে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৩তম ব্যাচের কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই), ঢাকায় কর্মরত। তৎপূর্বে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় কর্মরত ছিলেন।

৫। **জনাব অনুজন দাশ** ০৪ আগস্ট ১৯৮০ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেইন্টিংস-এ অনার্স এবং স্কাল্পচার-এ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৩তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর হিসাবে কর্মরত আছেন।

অবদান : Swapnajatra Ambulance for Universal Health Coverage: Lakshmipur Model (সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবায় স্বপ্নযাত্রা অ্যাম্বুলেন্স : লক্ষ্মীপুর মডেল)

এ উদ্যোগটির মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, লক্ষ্মীপুর ও তাঁর দল কর্তৃক জেলার বিভিন্ন উপজেলায় অ্যাপভিত্তিক ১৭টি অ্যাম্বুলেন্স (সদর উপজেলায় ০৭টি, কমলনগর উপজেলায় ০৩টি, রামগঞ্জ উপজেলায় ০২টি, রায়পুর উপজেলায় ০৩টি, রামগতি উপজেলার দুর্গম চর অঞ্চলের জন্য ০১টি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সসহ ০২টি অ্যাম্বুলেন্স) নিয়ে ‘স্বপ্নযাত্রা’ চালু করা হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের

ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারি তহবিল ব্যবহার করা হয়েছে এবং সরকারি ক্রয় বিধিসহ সকল আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স সেবাগ্রহীতাগণ অত্যন্ত সুলভমূল্যে বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সের তুলনায় প্রায় অর্ধেক ভাড়ায় চিকিৎসার কাজে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে রোগী পরিবহণ করতে পারছেন। বিগত দেড় বছরে এ উদ্যোগের লভ্যাংশ হতে ব্যবস্থাপনা ব্যয় বাদ দিয়ে ১৬ লক্ষ টাকার অধিক এফডিআর করা হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সের যাবতীয় আয়-ব্যয় ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান ও সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া এ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে এ পর্যন্ত ৩৮ জন গাড়ীচালক ও চালকের সহকারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। উদ্যোগটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহ, জনপ্রতিনিধি, সুধীজনসহ সকলকে এই কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। উদ্যোগটি সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে এবং এ উদ্যোগের ফলে প্রশাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সেবা চালুর ফলে জেলার মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, অকাল মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। উদ্যোগটি সৃজনশীল, এর মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার ব্যয় সাধারণ নাগরিকের নাগালের মধ্যে এবং ইতোমধ্যে এটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ফলাফল প্রদর্শন করেছে।

কোড : BPAA 002
ক্ষেত্র : উন্নয়ন প্রশাসন

শ্রেণি : দলগত

পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ :

১. জনাব প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস, যুগ্মসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় ও প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

২. জনাব কে. এম. ইয়াসির আরাফাত, সিনিয়র সহকারী সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

৩. জনাব বাসুদেব কুমার মালো, সহকারী কমিশনার (ভূমি), মহম্মদপুর, মাগুরা ও প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

৪. শেখ নওশাদ হাসান, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাগুরা ও প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস

কে. এম. ইয়াসির আরাফাত

বাসুদেব কুমার মালো

শেখ নওশাদ হাসান

কর্মকর্তাগণের পরিচিতি :

১। **জনাব প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস** ১৯৭৪ সালের ৩১ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাংগা থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যায় এবং যুক্তরাজ্যের University of

Bedfordshire থেকে Tourism & Environment বিষয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। তিনি ২১তম বিসিএস এর মাধ্যমে প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। জনাব প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত খাগড়াছড়ি জেলায় জেলা প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

২। জনাব কে.এম. ইয়াসির আরাফাত ২০ অক্টোবর ১৯৮০ তারিখে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে রসায়নে বিএসসি (সম্মান) এবং এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩০তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি সিনিয়র সহকারী সচিব হিসাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত। তৎপূর্বে তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসাবে খাগড়াছড়ি জেলায় কর্মরত ছিলেন এবং ট্যুরিজম ফোকাল পার্সন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩। জনাব বাসুদেব কুমার মালো ০৬ জুলাই ১৯৮৮ তারিখে রাজবাড়ী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূতত্ত্ব বিষয়ে স্নাতক এবং এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৭তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসাবে মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলায় কর্মরত। তৎপূর্বে তিনি খাগড়াছড়ি জেলায় নেজারত ডেপুটি কালেক্টর ও সহকারী কমিশনার, ট্যুরিজম সেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৪। শেখ নওশাদ হাসান ২৪ অক্টোবর ১৯৯৪ তারিখে নড়াইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এস.সি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৮তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি সহকারী কমিশনার হিসাবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাগুরায় কর্মরত। এর অব্যবহিত পূর্বে তিনি সহকারী কমিশনার হিসাবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়িতে কর্মরত ছিলেন এবং ট্যুরিজম সেলের দায়িত্ব পালন করেছেন।

অবদান : খাগড়াছড়ি জেলার পর্যটন খাতের উন্নয়ন

খাগড়াছড়ি জেলার অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি জেলার পর্যটনশিল্প। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরে এ জেলার পর্যটন স্পটসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হয়নি। প্রাক্তন জেলা প্রশাসক জনাব প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস ও তার দলের সদস্যগণ খাগড়াছড়ি জেলায় দায়িত্ব পালনকালে জেলার প্রধান পর্যটন স্পট আলুটিলা পর্যটন পার্কসহ অন্যান্য পর্যটন স্পটসমূহের ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করেছেন। জেলা প্রশাসনের গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে প্রতিটিতেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান হয়েছে। পাহাড়ের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রেখে, প্রাকৃতিক সম্পদের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন না করে, পাহাড়ের স্বকীয়তা বজায় রেখেই স্পটগুলোর উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। আলুটিলা গেটে পাহাড়ি স্থাপত্যসূচক নান্দনিক আকার দেওয়া হয়েছে। রঙের কাজেও আনা হয়েছে বৈচিত্র্য। আগত পর্যটকরা যেন পাহাড়ের জীবনাচারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এজন্য পাহাড়ের খাঁজে পাহাড়ি ঐতিহ্যের সঙ্গে মিল রেখে নির্মাণ করা হয়েছে ৭০০ আসনবিশিষ্ট অ্যাম্পিথিয়েটার। সেখানে আগত পর্যটকদের জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর শিল্পীদের আয়োজনে

আদিবাসীদের বিভিন্ন কাহিনি-নির্ভর গীতিনাট্য পরিবেশন করা হয়।

ক্লান্ত পথিকের বিশ্রাম নেওয়া ও সবুজের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে সুদৃশ্য ভিউপয়েন্ট ‘নন্দনকানন’। একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে পুরো খাগড়াছড়ি শহরকে উপভোগ করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে ‘কুঞ্জছায়া’। পর্যটকদের উপস্থিতিকে আরও রোমাঞ্চকর করে তুলতে নির্মাণ করা রয়েছে ‘আলুটিলা ব্রিজ’। খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে, পর্যটকদের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে নির্মাণ করা হয়েছে জেলা প্রশাসকের হাতি ফুলকলি-এর সমাধিসৌধ। খাগড়াছড়ি জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সার্কিট হাউজে নির্মাণ করা হয়েছে ‘কালচারাল গ্যালারি’। সুউচ্চ স্থাপনা থেকে পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে নির্মাণ করা হয়েছে ট্রি হাউজ ‘আকাশলীনা’। এছাড়া, কালেক্টর ভবনের সম্মুখে ‘কালেক্টর গার্ডেন’, মানিকছড়িতে ১৪০ একর ভূমিতে ডিসি পার্ক নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়নের ফলে তা খাগড়াছড়ি জেলায় পর্যটন শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। উদ্যোগটি সৃজনশীল এবং ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ফলাফল প্রদর্শন করেছে।

কোড : BPAA 003
ক্ষেত্র : সামাজিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

শ্রেণি : ব্যক্তিগত

পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : জনাব মোঃ সাদি উর রহিম জাদিদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

মোঃ সাদি উর রহিম জাদিদ

কর্মকর্তার পরিচিতি :

জনাব মোঃ সাদি উর রহিম জাদিদ ০৯ ডিসেম্বর ১৯৮৮ তারিখে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিবিএ ও এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি যুক্তরাজ্যের University of Birmingham হতে Development Economics-এর উপর দ্বিতীয় মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৩তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় কর্মরত।

অবদান : উপজেলা প্রশাসন মাল্টিপারপাস সেন্টার

এ উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় একই স্থানে একটি মাল্টিপারপাস সেন্টার স্থাপন করে একইসঙ্গে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং শিক্ষা ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মাল্টিপারপাস সেন্টারে স্থাপিত ইউনিটসমূহ হচ্ছে কম্পিউটার ক্লাব ও ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং সেন্টার, পাবলিক লাইব্রেরি ও ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রদর্শনী কেন্দ্র, শিশু একাডেমি, মিনি শিশু পার্ক, বিউটি পার্লার, সেলুন, ব্যায়ামাগার, রেস্টুরেন্ট, মার্কেট এরিয়া, অ্যাম্পিথিয়েটর ইত্যাদি। এ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে কয়েকশ তরুণ-তরুণীর যেমন কর্মসংস্থান হয়েছে তেমনি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এ সেন্টারটি একটি সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র এবং পরিচালনা কমিটি দ্বারা অলাভজনক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। মোট আয়ের ৫০ শতাংশ রক্ষণাবেক্ষেণ খাতে এবং বাকি ৫০ শতাংশ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের কল্যাণার্থে উপজেলা শিক্ষা ফাউন্ডেশনে জমা হচ্ছে। উদ্যোগটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা রয়েছে। উদ্যোগটি সৃজনশীল এবং সামাজিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল প্রদর্শন করেছে।

কোড : BPAA 004
ক্ষেত্র : মানবসম্পদ উন্নয়ন
শ্রেণি : দলগত

পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ :

১. জনাব মোঃ আবদুস সবুর, উপপরিচালক, বিআরডিবি, গাইবান্ধা
২. জনাব মোঃ তাহাজুল ইসলাম, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা
৩. জনাব আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা
৪. জনাব মোঃ এনামুল হক, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, গোবিন্দগঞ্জ , গাইবান্ধা
৫. জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা

মোঃ আবদুস সবুর

মোঃ তাহাজুল ইসলাম

আবুল কালাম আজাদ

মোঃ এনামুল হক

মোঃ হাসানুজ্জামান

কর্মকর্তাগণের পরিচিতি :

১। **জনাব মোঃ আবদুস সবুর** ১৫ এপ্রিল ১৯৭৭ তারিখে জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে লোক প্রশাসন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি উপপরিচালক হিসাবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), গাইবান্ধা জেলায় কর্মরত। তিনি এ জেলায় বাস্তবায়িত ‘গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প’-এর প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৬ সালে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে যোগদান করেন এবং ২০১৫ সালে উপপরিচালক পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে বর্তমান কর্মস্থলে কর্মরত।

২। **জনাব মোঃ তাহাজুল ইসলাম** ২০ আগস্ট ১৯৮০ তারিখে রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রংপুর হতে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০১১ সালে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসাবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসাবে গাইবান্ধা সদর উপজেলায় কর্মরত।

৩। **জনাব আবুল কালাম আজাদ** ১৫ নভেম্বর ১৯৭৯ তারিখে জামালপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০১১ সালে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসাবে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় কর্মরত।

৪। **জনাব মোঃ এনামুল হক** ১৮ জানুয়ারি ১৯৮৫ তারিখে বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূগোল বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হতে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০১৪ সালে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসাবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসাবে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় কর্মরত।

৫। **জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান** ২৫ নভেম্বর ১৯৮১ তারিখে রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রংপুর হতে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) এবং ঢাকা কলেজ হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০১১ সালে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে ২০১৬ সালে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসাবে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলায় কর্মরত।

অবদান : 'এক পল্লী এক পণ্য' ভিত্তিতে পণ্যভিত্তিক পল্লী সৃজন

বাংলাদেশের উত্তর জনপদের অন্যতম দরিদ্র জেলা গাইবান্ধায় দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক 'গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে প্রথমদিকে সদস্যদের গতানুগতিকভাবে শুধু প্রশিক্ষণ প্রদান ও ঋণ বিতরণ করে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছিল না। পরবর্তীকালে উপপরিচালক, বিআরডিবি, গাইবান্ধা ও তাঁর দলের সদস্যগণ বিআরডিবি-এর বিভিন্ন সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণোত্তর দক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি এবং উৎপাদিত পণ্যের মার্কেট লিংকেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁরা 'এক পল্লী এক পণ্য (One Village One Product)' ধারণার মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহীতাদের সমন্বয়ে পণ্যভিত্তিক পল্লী স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ প্রক্রিয়ায় একটি পল্লীতে সকল সদস্যদের একই ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে একটি নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা হয়। এর ফলে ঐ পল্লীতে একই ধরনের

পণ্য অধিক পরিমাণে উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং পণ্যের উৎকর্ষসাধন হয়, যা ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ফলে পণ্যগুলোর মার্কেট লিংকেজ বৃদ্ধি পায়। গাইবান্ধা জেলায় এরূপ ১৮টি পণ্যভিত্তিক পল্লী গড়ে উঠেছে যথা— ‘এমব্রয়ডারি পল্লী’ (সদর, সাদুল্লাপুর, পলাশবাড়ি ও সুন্দরগঞ্জ), ‘নকঁশি কাঁথা পল্লী’ (পলাশবাড়ি), ‘হাঁস পল্লী’ (সুন্দরগঞ্জ), ‘পোল্টি ভিলেজ’ (সুন্দরগঞ্জ), ‘নার্সারি পল্লী’ (গোবিন্দগঞ্জ), ‘ব্যাগ পল্লী’ (পলাশবাড়ি), ‘বাঁশ ও বেত পল্লী’ (সাদুল্লাপুর), ‘দর্জি পল্লী’ (সাঘাটা) ইত্যাদি।

এসকল পল্লীতে উৎপাদিত পণ্যসমূহ দেশের নামি-দামি ব্র্যান্ডের ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে এবং অধিক পরিমাণ ক্রেতা আকৃষ্ট হওয়ায় পণ্যের ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে। এরূপ উদ্যোগের ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিকশিত হওয়ার এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে জেলায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০,০০০ জনের কর্মসংস্থান এবং প্রায় ১,০০০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে যার প্রায় ৮০ শতাংশ নারী। অংশগ্রহণকারী নারীরা সংসারে অর্থনৈতিকভাবে অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছে, যা নারীদের ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। উদ্যোগটি সৃজনশীল এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবদান রাখছে।

কোড : BPAA 005
ক্ষেত্র : অর্থনৈতিক উন্নয়ন

শ্রেণি : দলগত

পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ :

১. জনাব মোঃ পারভেজ হাসান, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর

২. জনাব মোঃ মতলুবর রহমান, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া ও প্রাক্তন উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, শরীয়তপুর

৩. জনাব মোঃ কামরুল হাসান সোহেল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জাজিরা, শরীয়তপুর

৪. জনাব মোঃ জামাল হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার, জাজিরা, শরীয়তপুর

মোঃ পারভেজ হাসান

মোঃ মতলুবর রহমান

মোঃ কামরুল হাসান সোহেল

মোঃ জামাল হোসেন

কর্মকর্তাগণের পরিচিতি :

১। **জনাব মোঃ পারভেজ হাসান** ২১ নভেম্বর ১৯৭৭ তারিখে বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে লোক-প্রশাসন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে যুক্তরাজ্যের বেডফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয় হতে ‘ট্যুরিজম এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট’-এর উপর মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২২তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। পদকের জন্য বিবেচ্য সময়ে তিনি জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

২। **জনাব মোঃ মতলুবর রহমান** ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ (বর্তমানে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) হতে বিএসসি-এজি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের ১৮তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি উপপরিচালক হিসাবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়ায় কর্মরত। বর্তমান কর্মস্থলের অব্যবহিত পূর্বে তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, শরীয়তপুরে উপপরিচালক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

৩। **জনাব মোঃ কামরুল হাসান সোহেল** ০১ জানুয়ারি ১৯৯০ তারিখে বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ থেকে বিবিএ ও এমবিএ ডিগ্রি এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ৩৪তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলায় কর্মরত।

৪। **জনাব মোঃ জামাল হোসেন** ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ সালে মাদারীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি এজি (অনার্স) এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএস ইন এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন এডুকেশন ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ৩৪তম ব্যাচের বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের একজন সদস্য। বর্তমানে তিনি উপজেলা কৃষি অফিসার হিসাবে শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলায় কর্মরত।

অবদান : ‘সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনা’ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনাবাদি ও পতিত জমিতে চাষাবাদ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর মাধ্যমে সবজি বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন

শরীয়তপুর জেলায় কৃষি অর্থনীতির অমিত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন কারণে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমি পতিত থাকে। জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর এবং তাঁর দলের সদস্যগণ এ উদ্যোগের মাধ্যমে ‘সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনা’ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেলার উল্লেখযোগ্য-পরিমাণ অনাবাদি জমি চাষাবাদের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছেন এবং এ জেলার উৎপাদিত ফসল ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছেন। শরীয়তপুর জেলার ২৭৮টি ব্লকে কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় ১৪,৯৬০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ৪,৭২০ একর অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা হয়। এর ফলে ২০২২ সালে শুধু রবি মৌসুমে ২৬৭ কোটি টাকার ফসল উৎপাদিত হয়েছে। এক্ষেত্রে জেলার ৬টি উপজেলায় ১৪,০০০জন নতুন কৃষক প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এর পাশাপাশি উদ্যোক্তাগণ কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর মাধ্যমে মানসম্পন্ন কৃষি পণ্য উৎপাদন এবং বিদেশে রপ্তানির কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। বিবেচ্য সময়ে ৭৭টি শিপমেন্টে ২১৬ মেট্রিক টন সবজি সুইজারল্যান্ডের খ্যাতনামা চেইনশপ Petracca এবং ইতালি, ফ্রান্স, সুইডেনসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি করেছেন, যার আর্থিক মূল্যমান প্রায় ১৯.২২ লক্ষ ইউরো। এ উদ্যোগের ফলে আনাবাদি ও পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আসায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে

এবং বাংলাদেশি কৃষি পণ্যের নতুন আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে কৃষকগণ লাভবান হচ্ছেন। এ উদ্যোগের ফলে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং সবজি রপ্তানিতে অমিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

কোড : BPAA 006
ক্ষেত্র : পরিবেশ উন্নয়ন

শ্রেণি : দলগত

পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ :

১. জনাব ইশরাত জাহান, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ

২. জনাব মিন্টু চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), হবিগঞ্জ

৩. জনাব মোঃ শাহানেওয়াজ তালুকদার, নির্বাহী প্রকৌশলী, সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২ ও প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, হবিগঞ্জ পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ

৪. জনাব নাভিদ সারওয়ার, সহকারী কমিশনার ও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), হবিগঞ্জ

৫. জনাব দিলীপ কুমার দত্ত, সহকারী প্রকৌশলী, হবিগঞ্জ পৌরসভা, হবিগঞ্জ

ইশরাত জাহান

মিন্টু চৌধুরী

মোঃ শাহানেওয়াজ তালুকদার

নাভিদ সারওয়ার

দিলীপ কুমার দত্ত

কর্মকর্তাগণের পরিচিতি :

১। **জনাব ইশরাত জাহান** ১০ অক্টোবর ১৯৭৮ তারিখে তাঁর পিতার কর্মস্থল চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এসএসসি এবং এইচএসসি-তে যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে মানবিক বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ও ১ম স্থান অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং যুক্তরাজ্যের Teeside

University থেকে 'Global Development and Social Research' বিষয়ে এমএসএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর নিজ জেলা যশোর। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২২তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। পদকের জন্য বিবেচ্য সময়ে তিনি জেলা প্রশসাক, হবিগঞ্জ হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

২। **জনাব মিন্টু চৌধুরী** ০১ জুলাই ১৯৭৯ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে ২০১৮ সালে তিনি ইংল্যান্ডের Bournmouth University থেকে 'Project Mangement' বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ২৯তম ব্যাচের একজন সদস্য। বর্তমানে তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) হিসাবে হবিগঞ্জ জেলায় কর্মরত।

৩। **জনাব মোঃ শাহানেওয়াজ তালুকদার** ০১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ তারিখে ভোলা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০০৮ সালে সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সাতক্ষীরা-এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (পওর) বিভাগ-২ এ-কর্মরত। এর অব্যবহিত পূর্বে তিনি হবিগঞ্জ জেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের পওর বিভাগে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

৪। **জনাব নাভিদ সারওয়ার** ০৪ মার্চ ১৯৯৪ তারিখে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নিজ জেলা গাইবান্ধা। তিনি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি হতে পুরকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ৩৮তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি সহকারী কমিশনার হিসাবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জে কর্মরত। পদকপ্রাপ্তির জন্য বিবেচ্য সময়ে তিনি জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

৫। **জনাব দিলীপ কুমার দত্ত** ১৩ মার্চ ১৯৬৭ সালে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হতে ১৯৯১ সালে ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৬ সালে সার্ভেয়ার হিসাবে মৌলভীবাজার পৌরসভায় যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে হবিগঞ্জ পৌরসভায় কর্মরত।

অবদান : আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন

এ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জ ও তার দল হবিগঞ্জ পৌরসভার ৩০ বছরেরও অধিক সময়ের পুরানো একটি পরিবেশগত সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন। হবিগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন জনবসতিপূর্ণ প্রশাসনিক এলাকার সন্নিকটে দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত ময়লার ভাগাড় থাকার ফলে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বিরাজমান ছিল। পৌর কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও এ সমস্যার সামাধান করতে সক্ষম হয়নি। উদ্যোক্তাগণ স্থানীয় জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরসমূহকে সম্পৃক্ত করে ভাগাড়টি স্থায়ীভাবে অপসারণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং শহরের বাহিরে সুবিধাজনক স্থানে ডাম্পিং স্টেশন স্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন। অপসারণকৃত বর্জ্য গ্রেডিং করে পচনশীল অংশ দিয়ে জৈব সার উৎপাদিত হচ্ছে; অন্যদিকে প্লাস্টিক ও বোতলজাত

দ্রব্যাদি বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত বেসরকারি প্লাস্টিক কারখানার মাধ্যমে রিসাইকেল করে পুনর্ব্যবহার করা হচ্ছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া 3R (Reduce, Recycle & Reuse) অনুসরণ করে পৌরবর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্জ্যের আয় থেকে ডাম্পিং স্টেশনের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় মিটানোর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের কারণে স্থানীয় শহরবাসী ও পথচারীর স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে, বর্জ্য সম্পদে পরিণত হয়েছে, শিশুদের বিনোদনের জন্য শিশুপার্ক নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পৌরসভার অনেক দিনের এ সমস্যা সমাধান হওয়ায় সর্বমহলে জেলা প্রশাসনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

কোড : BPAA 007

ক্ষেত্র : দুর্যোগ ও সংকট মোকাবিলা

শ্রেণি : ব্যক্তিগত

পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ডা. মোঃ খায়রুজ্জামান
সিভিল সার্জন, গাজীপুর

ডা. মোঃ খায়রুজ্জামান

কর্মকর্তার পরিচিতি :

ডা. মোঃ খায়রুজ্জামান ১৯৬৮ সালের ০২ আগস্ট তারিখে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হতে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ২০তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি সিভিল সার্জন হিসাবে গাজীপুরে কর্মরত।

অবদান : পোশাক শিল্প কর্মীদের কোভিড-১৯ টিকা প্রদান কর্মসূচি

এই উদ্যোগের মাধ্যমে উদ্যোক্তা বিভিন্ন বেসরকারি কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করে গাজীপুর জেলার গার্মেন্টস কারখানার বিপুলসংখ্যক কর্মীকে কোভিড টিকার আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছেন। গাজীপুর জেলার বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে প্রায় ১০-১৫ লক্ষ কর্মী কাজ করেন। জেলায় করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল গার্মেন্টস কর্মী। স্বাস্থ্য বিভাগের পর্যাপ্ত টিকাদান কর্মী না থাকায় বিভিন্ন পোশাক শিল্প কারখানার কর্মীদের টিকার আওতায় আনা দুরূহ ছিল। সেই সময়ে নির্ধারিত টিকাদান কেন্দ্রের বাইরে টিকা প্রদান করার সুযোগ ছিল না। আবার ফ্যাক্টরি বন্ধ রেখে বা ছুটি নিয়ে টিকা প্রদানের জন্য কর্মীদের হাসপাতালে আসাও সম্ভব হচ্ছিল না।

এরূপ পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানে আবেদনকারী নিজস্ব উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। তিনি পোশাক শিল্প কারখানাসমূহের নিজস্ব মেডিক্যাল জনবলকে দক্ষ টিকাদানকর্মী হিসাবে তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে প্রায় ১৪০টি ব্যাচে ২,১০০ জন টিকাদানকর্মী, ৭০০ জন এইএফআই টিম এবং ৭০০ জন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রত্যেক পোশাক শিল্প কারখানার নিজস্ব মেডিক্যাল বিভাগের ডাক্তার ও নার্সদের দিয়ে এইএফআই টিম গঠন করা হয়। ছোটো ছোটো প্রতিষ্ঠান যেখানে নিজস্ব

মেডিক্যাল বিভাগ নেই তাদেরকে সিভিল সার্জনের কার্যালয় হতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এইএফআই টিম সরবরাহ করা হয়। কারখানার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিকটস্থ বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে এইএমও-এর মাধ্যমে নির্ধারিত কয়েকটি শয্যা জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য ২টি অ্যাম্বুলেন্স ও ১টি গাড়ি রিজার্ভ রাখা হয়। এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনি গাজীপুর জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ ছাড়াও কলকারখানা পরিদর্শক, পুলিশ সুপার, জেলা শিল্প পুলিশ, বিজিএমইএ, সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করেন। এ উদ্যোগের ফলে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে মোট ১৭,৭১,৫১৬ ডোজ টিকা প্রদান করা হয়, যা গাজীপুর জেলায় করোনা মোকাবিলায় কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

কোড : BPAA 008
ক্ষেত্র : অপরাধ প্রতিরোধ
শ্রেণি : ব্যক্তিগত

মির্জা সালাহউদ্দিন

পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : মির্জা সালাহউদ্দিন, পিপিএম
অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

কর্মকর্তার পরিচিতি :

মির্জা সালাহউদ্দিন, পিপিএম ২৬ অক্টোবর ১৯৮২ তারিখে খুলনা জেলার সদর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফার্মাসিতে অনার্স এবং ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স ইন পুলিশ সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সাইবার ইনভেস্টিগেশন ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে ইন্টারপোল হতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের ৩০তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রোকিউরমেন্ট অ্যান্ড মেইন্টেনেন্স) হিসাবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত। তৎপূর্বে তিনি র‍্যাব-১১-এর জঙ্গি দমন সেলে ইন্টিলিজেন্স অফিসার এবং কমান্ডার হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

অবদান : দীর্ঘদিন পলাতক, গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত, সাজাপ্রাপ্ত, মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত, ভাসমান ডাকাত ও জঙ্গি আসামি গ্রেফতারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গ্রেফতারি পরোয়ানাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু বিভিন্ন কারণে গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত এবং সাজা পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি গ্রেফতারে অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘসূত্রতা পরিলক্ষিত হয়। পরোয়ানাপ্রাপ্ত আসামির যথাযথ পরিচিতিমূলক তথ্য এবং ঠিকানা সম্পর্কে হালনাগাদ ও সঠিক তথ্য না থাকা এর অন্যতম কারণ। উদ্যোক্তা র‍্যাব-১১-এ ইন্টিলিজেন্স অফিসার ও কমান্ডার, জঙ্গি দমন সেল হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের বিশেষ করে সাজাপ্রাপ্ত গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্তদের আইনের আওতায় আনার জন্য যুগোপযোগী, সহজ ও কার্যকর একটি কৌশল প্রয়োগ করেন। এ কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামিদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন এবং আসামির

এনআইডি নম্বর ব্যবহার করে তার ব্যবহৃত সিম নম্বর, টিআইএন নম্বর, যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর, ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আইডি শনাক্ত করতে সক্ষম হন এবং আসামির ছবি শনাক্ত করে দূরবর্তী কোনো জায়গায় তিনি দীর্ঘদিন পালিয়ে থাকলেও তার গতিবিধি শনাক্ত করতে সক্ষম হন।

এ পদ্ধতি ব্যবহার করে দীর্ঘদিন পলাতক থাকা গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত এবং সাজা পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের গ্রেফতার করা পূর্বের চেয়ে সহজ হয়েছে। উদ্যোক্তা র‍্যাবে দায়িত্ব পালনকালে এ উদ্ভাবনী পদ্ধতি প্রয়োগ করে একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিসহ ১৯ জন নিষিদ্ধ ঘোষিত বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য এবং ০৪ জন ডাকাতকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। এতে আসামিদের সাজা নিশ্চিত হয়েছে, যা অপরাধ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। উদ্যোগটি সৃজনশীল ও অপরাধ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ফলাফল প্রদর্শন করেছে এবং এ পদ্ধতিটি অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর এ পদ্ধতিটি বর্তমানে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রশিক্ষণ একাডেমিতে প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কোড : BPAA 009
ক্ষেত্র : জনসেবায় উদ্ভাবন
শ্রেণি : ব্যক্তিগত

পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : জনাব সোহাগ চন্দ্র সাহা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়

সোহাগ চন্দ্র সাহা

কর্মকর্তার পরিচিতি :

জনাব সোহাগ চন্দ্র সাহা ১৯৮৭ সালের পহেলা জানুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এম সি কলেজ, সিলেট হতে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস ৩৩তম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলায় কর্মরত।

অবদান : অনলাইনে সহজে ক্যাশলেস ইউপি এবং পৌর সেবা

সরকার ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিক সেবা প্রদান এবং স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে ও নাগরিক সেবা প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জনপ্রতিনিধিগণ নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকায় সেবাপ্রত্যাশীগণ সশরীরে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভায় এসে সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোগান্তির শিকার হন। সেবামূল্য নগদ গ্রহণ বা রশিদ ব্যতীত গ্রহণের ফলে সরকারি অর্থ তছরুপ হওয়ার সুযোগ থেকে যায়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তেঁতুলিয়া উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সেবা কার্যক্রমকে প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নাগরিক সেবাসমূহকে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে অনলাইন ইউপি ও পৌর সেবা সিস্টেম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ উদ্যোগের মাধ্যমে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘অনলাইন ইউপি সেবা সিস্টেম’ uniontax.gov.bd ও ‘অনলাইন পৌর সেবা সিস্টেম’ pouroseba.gov.bd সফটওয়্যার তৈরি করেন এবং অনলাইন সেবার সুবিধার জন্য

বর্ণিত সফটওয়্যারসমূহের সঙ্গে A2i-এর ই-পেমেন্ট সিস্টেম-Ekpay গেটওয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে ক্যাশলেস পদ্ধতিতে সেবামূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করেন।

এ উদ্যোগের ফলে দেশের বা বিদেশের যেকোনো স্থান থেকে সেবাপ্রার্থীগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির জন্য বর্ণিত সফটওয়্যারসমূহের মাধ্যমে বিনা ভ্রমণে অনলাইনে আবেদন এবং সেবা গ্রহণের সুবিধা পাচ্ছেন। সেবাগ্রহীতাগণ বিকাশ বা নগদ অথবা অন্য কোনো মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সেবামূল্য পরিশোধের সুবিধা পাচ্ছেন, যার ফলে সেবা প্রাপ্তি পূর্বের চেয়ে অনেক সহজ হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক এবং নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী হয়েছে এবং নগদ অর্থ লেনদেন না করায় পরিষদের অর্থ তছরুপের সুযোগ শূন্যে নেমে এসেছে।

কোড : BPAA 010

ক্ষেত্র : নীতি ও প্রশাসনিক পদ্ধতির সংস্কার

শ্রেণি : প্রাতিষ্ঠানিক

পদকপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান : খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই নামে খাদ্য বিভাগ কর্মকান্ড পরিচালনা করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ নামে নতুন মন্ত্রণালয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ইত্যাদির অধীনে খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিগত ০৬ মে ২০০৪ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয়। পরবর্তীকালে ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে উক্ত মন্ত্রণালয়কে ‘খাদ্য বিভাগ’ ও ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ’ নামে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। সর্বশেষ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে উক্ত দুটি বিভাগকে দুটি মন্ত্রণালয়ে রূপান্তর করা হয়। দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা, জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি ও বেসামরিক সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ ও বিতরণ, খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, খাদ্যশস্য সংরক্ষণ, মজুত, রক্ষণাবেক্ষণসহ খাদ্য পরিকল্পনাসংক্রান্ত বিষয়াদি এ মন্ত্রণালয়ের কাজের আওতাভুক্ত।

অবদান : নীতি ও পদ্ধতির সংস্কার করে এবং ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাশ্রয়

এ উদ্যোগের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিদ্যমান নীতি ও পদ্ধতির সংস্কারের ফলে বিভিন্ন সমাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে সরকারের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হয়েছে। খাদ্য

মন্ত্রণালয়ের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিজিটাল ডেটাবেজ প্রণয়ন করে দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হয়েছে, যার ফলে সরকারের আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে ৩৫৭ কোটি ১২ লক্ষাধিক টাকা। এছাড়া ময়দা প্রস্তুত সংক্রান্ত নীতিমালা সংস্কারের মাধ্যমে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। পূর্বের নীতিমালা অনুসারে বেসরকারি ময়দা মিলের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত আটার ফলিত অনুপাত ছিল ঢাকা মহানগরীতে ৭৫:২৫ এবং ঢাকা মহানগরীর বাইরে ৭৭:২৩। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা, মতবিনিময় এবং সমঝোতার মাধ্যমে উক্ত অনুপাত ৭৯:২১ নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে অক্টোবর ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৩ (তিন) মাসে ৮,০০,০৮,৯৮২/- (আট কোটি আট হাজার নয়শত বিরাশি টাকা) রাজস্ব ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে এবং বছরে ৩২,০০,৩৫,৯৩১/- (বত্রিশ কোটি পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শত একত্রিশ টাকা) রাজস্ব ব্যয় সাশ্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর পাশাপাশি সরকারি ময়দা মিলে উৎপাদিত ভুসির বিক্রয়মূল্য কেজিপ্রতি ৩ (তিন) টাকা বৃদ্ধি করে ঠিকাদারদের নিকট বিক্রয় করায় আগস্ট ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) মাসে ৮৬,৭০,০০০/- (ছিয়াশি লক্ষ সত্তর হাজার টাকা) রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বছরে ২,০৮,০৮,০০০/- (দুই কোটি আট লক্ষ আট হাজার টাকা) রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ওএমএস খাতে ব্যবসায়ী এবং উপকারভোগীগণের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে গমের এক্স-গুদাম মূল্য এবং আটার বিক্রয়মূল্য পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে নভেম্বর ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত দুই মাসে ১৬,২৫,৫০,০০০/- (ষোলো কোটি পঁচিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বছরে ৯৭,৫৩,০০,০০০/- (সাতানব্বই কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা) রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কোড : BPAA 011

ক্ষেত্র : গবেষণা ও মানবকল্যাণে এর ব্যবহার

শ্রেণি : প্রাতিষ্ঠানিক

পদকপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান : জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (এনআইসিভিডি)
শেরে বাংলানগর, ঢাকা

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে এবং জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় ১০টি কেবিন এবং ১১০টি শয্যা নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এটি দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি বিশেষায়িত ১২৫০ শয্যার হৃদরোগ হাসপাতাল। এ হাসপাতালে ৪০ শয্যার করোনারি কেয়ার ইউনিট, ৫০ শয্যার অত্যাধুনিক কার্ডিয়াক আইসিইউ, ১১ শয্যার ভাসকুলার আইসিইউ, ১৩ শয্যার পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক আইসিইউ, ৭টি অত্যাধুনিক কার্ডিয়াক সার্জারি অপারেশন থিয়েটার, ২টি ভাসকুলার অপারেশন থিয়েটার ও একটি ইমার্জেন্সি ভাসকুলার অপারেশন থিয়েটার চালু আছে। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে নিয়মিত বিভিন্ন ইন্টারভেনশনাল চিকিৎসা যেমন–এনজিওগ্রাম, স্টেন্টিং বা রক্তনালিতে রিং লাগানো, পেসমেকার স্থাপন, হৃদপিন্ডের ভাল্বের ত্রুটি সংশোধন, বাইপাস অপারেশন, রক্তনালির অপারেশনসহ হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটেই রয়েছে পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রোফিজিওলজি বিভাগ, যেখানে সর্বাধুনিক থ্রি ডি ম্যাপিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে জটিল অ্যারিদমিয়া রোগীদের চিকিৎসা করা হচ্ছে। তাছাড়া পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি ও কার্ডিয়াক সার্জারি

বিভাগে শিশুদের জটিল জন্মগত ত্রুটির চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে। চিকিৎসা কার্যক্রমের পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এই ইনস্টিটিউটে এমডি (কার্ডিওলজি), এমডি (পেডি : কার্ডিওলজি), এমএস (সিভিঅ্যান্ডটিএস), এমএস (ভাসকুলার সার্জারি) এবং ডিপ্লোমা ইন কার্ডিওলজি কোর্সসমূহ চালু রয়েছে।

অবদান : জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে হৃদরোগের চিকিৎসায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির (ROTA, OCT, HD IVUS, IVL, TAVR) ব্যবহার

এ উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারি পর্যায়ে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে হৃদরোগের চিকিৎসায় সর্বাধুনিক ০৫টি প্রযুক্তি (ROTA, OCT, HD IVUS, IVL,TAVR) চালু করা হয়েছে। ROTA (Rotational Atherectomy) প্রযুক্তির মাধ্যমে হৃদপিণ্ডের রক্তনালিতে দীর্ঘদিনের জমাট বাঁধা ক্যালসিয়াম কেটে রিং স্থাপন করে ব্লক দূর করা হয়; IVL (Intravascular Shockwave Lithotripsy) হচ্ছে হৃদপিণ্ডের রক্তনালিতে বিশেষ ধরনের ওয়েব প্রয়োগের মাধ্যমে স্তরীভূত ক্যালসিয়াম ভাঙার প্রযুক্তি; OCT (Optical Cohorance Tomography) এবং IVUS (Intravascular Ultrasound) প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষ আলট্রাসাউন্ড ও আলোকরশ্মির মাধ্যমে হৃদপিণ্ডের রক্তনালির ব্লকসমূহ সূক্ষ্মভাবে নির্মূল করা হয় এবং হৃদপিণ্ডে যথাযথভাবে রিং স্থাপন করা হয়; আর TAVR প্রযুক্তি ব্যবহার করে বুক না কেটে বিশেষ ক্যাথেটারের মাধ্যমে হৃদপিণ্ডে অ্যাওটিক ভাল্ব স্থাপন করা হয়।

দেশের সর্ববৃহৎ একমাত্র বিশেষায়িত সরকারি হৃদরোগ হাসপাতালে বছরের ৩৬৫ দিন ২৪ ঘণ্টা বিরতিহীনভাবে একদল দক্ষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নতুন এসকল প্রযুক্তি চালু করার ফলে দেশে হৃদরোগের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শুধু ২০২২ সালে ৩০ জন রোগী ROTA প্রযুক্তির মাধ্যমে, ৪৪১ জন HD IVUS প্রযুক্তির মাধ্যমে, ৪১ জন OCT প্রযুক্তির মাধ্যমে, ৭৫ বছর বয়সোর্ধ্ব ০৭ জন TAVR ও ০৫ জন IVL প্রযুক্তির মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। পূর্বে জটিল হৃদরোগীদের এসকল প্রযুক্তির মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য ভারত, সিঙ্গাপুরসহ উন্নত দেশে যাওয়ার প্রয়োজন হতো। বর্তমানে অর্ধেকের কম খরচে দেশেই এসকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। এ ধরনের প্রযুক্তি বেসরকারি পর্যায়ে নেই বললেই চলে এবং থাকলেও একসঙ্গে ০৫টি প্রযুক্তি কোনো সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে নেই। তাছাড়া হৃদরোগের চিকিৎসা সম্প্রসারণের জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন কোর্সে এ পর্যন্ত ৭১৮ জন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে এ প্রতিষ্ঠান বিশ্বমানের সেবা প্রদানসহ প্রশিক্ষিত জনবল তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। উদ্যোগটি দেশে হৃদরোগের চিকিৎসায় গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

কোড : BPAA 012

ক্ষেত্র : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

শ্রেণি : ব্যক্তিগত

পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ডা. মোঃ নাজমুল হক
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
বদলগাছী, নওগাঁ

ডা. মোঃ নাজমুল হক

কর্মকর্তার পরিচিতি :

ডা. মোঃ নাজমুল হক ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৬ তারিখে বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে ডিভিএম (ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন) ও এমএস ইন থেরিওজেনোলজি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে আইইডিসিআর, ঢাকা হতে পিজিটি ইন এপিডেমিওলজি কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি ৩৩তম ব্যাচের বিসিএস (পশুসম্পদ) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা হিসাবে নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলায় কর্মরত।

অবদান : মডেল লাইভস্টক সার্ভিস

আবেদনকারী নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে যুগোপযোগী, আধুনিক, মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য প্রাণিসম্পদ সেবা চালু করেছেন। তিনি প্রাণীদের সুরক্ষা ও জরুরি সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতালে ‘জরুরি সেবা’ চালু করেন এবং ছুটির দিনেও বিনামূল্যে পশু-পাখির চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। তিনি তাঁর দপ্তরকে একটি মডেল প্রাণিসম্পদ কমপ্লেক্স হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হাসপাতালের সকল শাখা ও সেবা কার্যক্রমকে নাগরিকদের নিকট দৃশ্যমান করেছেন। মানসম্পন্ন প্রাণিসেবা সার্ভিসের জন্য তিনি ভেটেরিনারি হাসপাতালের বিভিন্ন সেবামূলক অবকাঠামো যেমন—অপারেশন থিয়েটার, আল্ট্রাসনোগ্রাম চেম্বার, স্যাম্পল কালেকশন চেম্বার, পেট অ্যান্ড বার্ডস কেয়ার সেন্টার এবং অ্যানিমেল শেড নির্মাণ করেছেন।

এ উদ্যোগের মাধ্যমে উদ্যোক্তা ২০২২ সালে ৩৬.৬ লক্ষ পশু-পাখিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ১৫.৬২ লক্ষ পশু-পাখিকে টিকা প্রদান করেছেন এবং এ পর্যন্ত ৪০ হাজারের অধিক পশুপাখিকে শুধু

জরুরি বিভাগের মাধ্যমে সেবা প্রদান করেছেন। এছাড়া তিনি অনলাইন ভেটেরিনারি মেডিক্যাল সার্ভিস, অনলাইন খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি নিবন্ধন, অনলাইন পশুর হাট ইত্যাদি ডিজিটাল সেবা কার্যক্রম প্রবর্তন করেছেন এবং স্মার্ট লাইভস্টক সার্ভিস নামক ইউটিউব চ্যানেল চালু করেছেন। এ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সেবায় সৃজনশীল পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার এবং মডেল প্রাণিসম্পদ ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ফলাফল দৃশ্যমান হয়েছে এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের যথাযথভাবে প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ হয়েছে। সেবামূলক এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বস্তরের প্রাণিসম্পদ খামারিবৃন্দ ব্যাপকভাবে সুফলপ্রাপ্ত হচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক

পদকপ্রাপ্তদের তালিকা

(২০২২)

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, ২০২২

ক্ষেত্র	শ্রেণি		পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
সাধারণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	প্রাতিষ্ঠানিক অবদান		পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন প্রশাসন	প্রাতিষ্ঠানিক অবদান		পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
মানব উন্নয়ন	দলগত অবদান		১. জনাব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট; ২. জনাব মোঃ ওয়াহিদ হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মোল্লাহাট, বাগেরহাট; ৩. জনাব অনিন্দ্য মন্ডল, সহকারী কমিশনার (ভূমি), মোল্লাহাট, বাগেরহাট; ৪. জনাব মোঃ কামাল হোসেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।
অর্থনৈতিক উন্নয়ন	দলগত অবদান		১. কাজি মো: আবদুর রহমান, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা; ২. জনাব হাবিবুর রহমান, প্রাক্তন উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নেত্রকোণা; ৩. জনাব এ এইচ এম আরিফুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা; ৪. জনাব নাহিদ হাসান খান, প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা; ৫. জনাব মো: হাবিবুর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার, মদন, নেত্রকোণা।
দুর্যোগ ও সংকট মোকাবিলা	দলগত অবদান		১. জনাব মোঃ মঞ্জুরুল হাফিজ, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; ২. জনাব এ এইচ এম আব্দুর রকিব, বিপিএম, পিপিএম (বার), পুলিশ সুপার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; ৩. জনাব মোঃ জাকিউল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চাঁপাইনবাবগঞ্জ; ৪. ডাঃ জাহিদ নজরুল চৌধুরী, সিভিল সার্জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ক্ষেত্র	শ্রেণি		পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
অপরাধ প্রতিরোধ	দলগত অবদান		১. ড. রহিমা খাতুন, জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর; ২. জনাব আজহারুল ইসলাম, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, মাদারীপুর; ৩. জনাব ঝোটন চন্দ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মাদারীপুর; ৪. জনাব আব্দুল্লাহ্-আবু-জাহের, সহকারী কমিশনার, মাদারীপুর।
জনসেবায় উদ্ভাবন	দলগত অবদান		১. ড. আহমদ কায়কাউস, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২. জনাব এন এম জিয়াউল আলম, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ৩. জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, ঢাকা; ৪. সুরক্ষা ডেভেলপার ইউনিট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
সংস্কার	প্রাতিষ্ঠানিক অবদান		ভূমি মন্ত্রণালয়
গবেষণা	দলগত অবদান		১. জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ; ২. জনাব পারভেজুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	দলগত অবদান		১. জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা; ২. জনাব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), কুমিল্লা; ৩. জনাব নাজমা আশরাফী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), কুমিল্লা; ৪. জনাব ফাহিমা বিনতে আখতার, সহকারী কমিশনার, সাধারণ শাখা, কুমিল্লা; ৫. জনাব নাসরিন সুলতানা নিপা, সহকারী কমিশনার, কুমিল্লা।

জনপ্রশাসন পদক

পদকপ্রাপ্তদের তালিকা

(২০১৬-২০২১)

জনপ্রশাসন পদক, ২০২১
জাতীয় পর্যায়

ক্ষেত্র	শ্রেণি	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
সাধারণ	ব্যক্তিগত	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল।
সাধারণ	দলগত	১. কাজী ইমতিয়াজ হোসেন, ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ও ইউনেস্কোতে বংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি; ২. জনাব এস এম মাহবুবুল আলম, মিনিস্টার (রাজনৈতিক), বাংলাদেশ দূতাবাস, প্যারিস, ফ্রান্স; ৩. মিজ দয়াময়ী চক্রবর্ত্তী, প্রথম সচিব, বাংলাদেশ দূতাবাস, প্যারিস, ফ্রান্স; এবং ৪. জনাব নির্ঝর অধিকারী, প্রথম সচিব, বাংলাদেশ দূতাবাস, প্যারিস, ফ্রান্স ও ইউনেস্কোতে বংলাদেশের স্থায়ী মিশন।
সাধারণ	প্রাতিষ্ঠানিক	বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (প্রথম পর্যায়) প্রকল্প, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।
কারিগরি	ব্যক্তিগত	জনাব শাহিদা সুলতানা, জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ।
কারিগরি	দলগত	১. জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, সাবেক নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, ঢাকা; ২. জনাব সন্তোষ কুমার পন্ডিত, অতিরিক্ত নিবন্ধক (যুগ্মসচিব), যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, ঢাকা; ৩. জনাব জিকরা আমিন, প্রোগ্রামার, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, ঢাকা; ৪. জনাব আবু ইসা মোহাঃ মোস্তফা ভূঁইয়া, উপনিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, ঢাকা; এবং ৫. জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস, সহকারী প্রোগ্রামার, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, ঢাকা।
কারিগরি	প্রাতিষ্ঠানিক	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

জনপ্রশাসন পদক, ২০২১

জেলা পর্যায়

ক্ষেত্র	শ্রেণি	জেলা	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
সাধারণ	ব্যক্তিগত	পঞ্চগড়	ড. সাবিনা ইয়াসমিন, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়।
সাধারণ	দলগত	খুলনা	১. জনাব মোহাম্মদ হেলাল হোসেন, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, খুলনা; ২. জনাব মোঃ ইউসুপ আলী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), খুলনা; ৩. জনাব জিয়াউর রহমান, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), খুলনা; ৪. জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাকোপ, খুলনা; ৫. জনাব মিন্টু বিশ্বাস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাকোপ, খুলনা; ৬. জনাব শারমিন জাহান লুনা, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা।

জনপ্রশাসন পদক, ২০২০

জাতীয় পর্যায়

ক্ষেত্র	শ্রেণি	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
সাধারণ	দলগত	১. জনাব এস. এম. তরিকুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, গাজীপুর; ২. জনাব লাজু শামসাদ হক, উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, গাজীপুর; ৩. জনাব মোসাঃ ইসমত আরা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাপাসিয়া, গাজীপুর; ৪. ডা. মোঃ আব্দুস সালাম সরকার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর; ৫. জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহিম (দলনেতা), উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

জনপ্রশাসন পদক, ২০২০
জেলা পর্যায়

ক্ষেত্র	শ্রেণি	জেলা	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
সাধারণ	ব্যক্তিগত	ঠাকুরগাঁও	জনাব আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।
সাধারণ	দলগত	নওগাঁ	১. জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ, জেলা প্রশাসক, নওগাঁ (দলনেতা); ২. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, নওগাঁ; ৩. জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নওগাঁ; ৪. জনার উত্তম কুমার রায়, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নওগাঁ; ৫. জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নওগাঁ সদর, নওগাঁ।
		টাঙ্গাইল	১. জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল (দলনেতা); ২. জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), টাঙ্গাইল; ৩. জনাব মোঃ রোকনুজ জামান, প্রাক্তন নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, টাঙ্গাইল।
সাধারণ	প্রাতিষ্ঠানিক	চট্টগ্রাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

জনপ্রশাসন পদক, ২০১৯
জাতীয় পর্যায়

ক্ষেত্র	শ্রেণি	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
সাধারণ	ব্যক্তিগত	ডা: মোঃ রায়হান, ভেটেরিনারি সার্জন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, শেরপুর, বগুড়া।
সাধারণ	দলগত	১. জনাব শাহিনা খাতুন, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, নাটোর; ২. জনাব মোঃ শাহরিয়াজ, জেলা প্রশাসক, নাটোর; ৩. জনাব মোঃ গোলাম রাব্বী, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, নাটোর; ৪. ড. মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নাটোর; ৫. জনাব হাসিনা মমতাজ, প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর; ৬. জনাব নাজমুল আলম, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর।
সাধারণ	প্রাতিষ্ঠানিক	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার
কারিগরি	ব্যক্তিগত	ডা. পলাশ সরকার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, তজুমদ্দিন, ভোলা।
কারিগরি	দলগত	১. জনাব মোঃ নূর-উর-রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী; ২. জনাব আবু হায়াত মোঃ রহমতুল্লাহ, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রাজশাহী; ৩. জনাব নূরুল হাই মোহাম্মদ আনাছ, সহকারী কমিশনার (ভূমি), পবা, রাজশাহী

জনপ্রশাসন পদক, ২০১৯

জেলা পর্যায়

ক্ষেত্র	শ্রেণি	জেলা	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
সাধারণ	ব্যক্তিগত	নরসিংদী	সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন, জেলা প্রশাসক, নরসিংদী।
সাধারণ	দলগত	চট্টগ্রাম	১. জনাব মোহম্মদ ইলিয়াস হোসেন, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম; ২. জনাব মোঃ মমিনুর রশিদ, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল. এ), চট্টগ্রাম; ৩. জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমীন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ৪. জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম; ৫. ডা. মোঃ শাহাদাত হোসেন শুভ, ডেপুটি কিউরেটর, চট্রগ্রাম চিড়িয়াখানা।
		মৌলভীবাজার	১. জনাব মোঃ তোফায়েল ইসলাম, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার; ২. জনাব আশরাফুর রহমান, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), মৌলভীবাজার; ৩. জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুল হক, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার; এবং ৪. জনাব আশেকুল হক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
		খুলনা বিভাগ	১. জনাব লোকমান হোসেন মিয়া, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা; ২. জনাব মোহাম্মদ হেলাল হোসেন, জেলা প্রশাসক, খুলনা; ৩. জনাব মোঃ ইলিয়াছুর রহমান, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রূপসা, খুলনা।

ক্ষেত্র	শ্রেণি	জেলা	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
		মুন্সীগঞ্জ	১. জনাব সায়লা ফারজানা, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ; ২. জনাব মোহাঃ হারুন-অর-রশিদ, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মুন্সীগঞ্জ; ৩. জনাব সুরাইয়া জাহান, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ; ৪. জনাব হ্যাপি দাস, প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ; ৫. জনাব মোহাম্মদ আলী, সহকারী প্রকৌশলী, মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা, মুন্সীগঞ্জ।
সাধারণ	প্রাতিষ্ঠানিক	সাতক্ষীরা	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।
কারিগরি	দলগত	রংপুর (জোন)	১. জনাব মোঃ সাদেকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, বগুড়া; ২. জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম খান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, রংপুর; ৩. জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, গাইবান্ধা; ৪. জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, বগুড়া; ৫. জনাব মোঃ ফিরোজ আখতার, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক উপ-বিভাগ-২, রংপুর।
		চাঁদপুর	১. জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক. চাঁদপুর; ২. জনাব মোঃ মাজেদুর রহমান খান, জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর; ৩. ডা. মোঃ ইলিয়াস, উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, চাঁদপুর;

ক্ষেত্র	শ্রেণি	জেলা	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
			৪. ডা. এম. এ. গফুর মিয়া, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচএফপি), উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর; ৫. জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
		কুমিল্লা	১. জনাব মোঃ আবুল ফজল মীর, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা; ২. ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান, সিভিল সার্জন, কুমিল্লা; ৩. জনাব মোঃ মাঈন উদ্দিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), কুমিল্লা।
		খুলনা	১. জনাব মোহাম্মদ হেলাল হোসেন, জেলা প্রশাসক, খুলনা; ২. জনাব গোলাম মাঈনউদ্দিন হাসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), খুলনা; ৩. জনাব জিয়াউর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), খুলনা।

জনপ্রশাসন পদক, ২০১৮
জাতীয় পর্যায়

ক্ষেত্র	শ্রেণি	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
সাধারণ	ব্যক্তিগত	জনাব মোঃ কামরুল আহসান তালুকদার, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
	দলগত	১. জনাব মোঃ আবু জাফর রিপন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ (দলনেতা); ২. জনাব মোঃ এরশাদ উদ্দিন, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ত্রিশাল, ময়মনসিংহ; ৩. জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান আনম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ; ৪. জনাব মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি অধিদপ্তর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ; ৫. জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
সাধারণ	প্রাতিষ্ঠানিক	বাংলাদেশ দূতাবাস, এথেন্স, গ্রিস
কারিগরি	ব্যক্তিগত	জনাব মোঃ শাহাজাহান আলী, সাব-রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, জলঢাকা, নীলফামারী।
কারিগরি	দলগত	১. জনাব এন এম জিয়াউল আলম, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (দলনেতা); ২. জনাব কবির বিন আনোয়ার, প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; ৩. ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পরিচালক (যুগ্মসচিব), ই-সার্ভিস, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; ৪. জনাব মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, প্রাক্তন ডোমেইন স্পেশালিস্ট, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; ৫. জনাব খালিদ মেহেদী হাসান, প্রাক্তন ন্যাশনাল কনসালটেন্ট-সার্ভিস প্রসেস সিমপ্লিফিকেশন, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
কারিগরি	প্রাতিষ্ঠানিক	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

জনপ্রশাসন পদক, ২০১৮

জেলা পর্যায়

ক্ষেত্র	শ্রেণি	জেলা	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
সাধারণ	ব্যক্তিগত	গাজীপুর	জনাব রেহেনা আকতার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীপুর, গাজীপুর।
		মৌলভীবাজার	জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুল হক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
		সুনামগঞ্জ	জনাব মোঃ সাবিরুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
সাধারণ	দলগত	নাটোর	১. জনাব শাহিনা খাতুন, জেলা প্রশাসক, নাটোর (দলনেতা); ২. জনাব মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, নাটোর; ৩. জনাৰ মোছাঃ জেসমিন আকতার বানু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাটোর সদর, নাটোর; ৪. জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), গণপূর্ত বিভাগ, নাটোর; ৫. জনাব অনিন্দ্য মন্ডল, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নাটোর।
		চাঁদপুর	১. জনাব মোহাম্মদ শওকত ওসমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চাঁদপুর; ২. জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাজীগঞ্জ. চাঁদপুর; ৩. জনাব বৈশাখী বড়ুয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাজীগঞ্জ. চাঁদপুর।
		ঠাকুরগাঁও	১. জনাব মোঃ আঃ মান্নান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও; ২. জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব), বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও; ৩. জনাব মোঃ লিয়াজ মাহমুদ লিমন, সহকারী প্রোগ্রামার, ইউআইটিআরসিই, ব্যানবেইজ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

ক্ষেত্র	শ্রেণি	জেলা	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
কারিগরি	ব্যক্তিগত	যশোর	জনাব মোঃ মাজেদুর রহমান খান, প্রাক্তন উপপরিচালক স্থানীয় সরকার, যশোর।
		রাজশাহী	জনাব মোঃ আনোয়ার সাদাত, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দূর্গাপুর, রাজশাহী।

ক্ষেত্র	শ্রেণি	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
কারিগরি	দলগত	১. জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা (দলনেতা); ২. জনাব কবির বিন আনোয়ার, প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; ৩. জনাব ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পরিচালক, (যুগ্মসচিব), ই-সার্ভিস, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; ৪. জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, প্রাক্তন ডোমেইন স্পেশালিস্ট, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; ৫. জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট (উপসচিব), এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
		১. জনাব এ বি এম আজাদ, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক ও প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, কুড়িগ্রাম (দলনেতা); ২. জনাব খান মোঃ নুরুল আমিন, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক ও প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, কুড়িগ্রাম; ৩. জনাব আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক ও প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, কুড়িগ্রাম: ৪. জনাব মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ আনছারী, প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম;

ক্ষেত্র	শ্রেণি	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
		৫. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সেলিম, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), কুড়িগ্রাম ও আহ্বায়ক, প্রকল্প মনিটরিং কমিটি; ৬. জনাব মোঃ আমিন আল পারভেজ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর ও উপ-প্রকল্প পরিচালক, কুড়িগ্রাম।
কারিগরি	প্রাতিষ্ঠানিক	বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), শিল্প মন্ত্রণালয়।

জনপ্রশাসন পদক, ২০১৭
জাতীয় পর্যায়

ক্ষেত্র	শ্রেণি	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
সাধারণ	ব্যক্তিগত	শেখ রফিকুল ইসলাম, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ;
	দলগত	১. জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর (দলনেতা); ২. জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাই, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), চাঁদপুর; ৩. ড. এ এস এম দেলওয়ার হোসেন, অধ্যক্ষ, চাঁদপুর সরকারি কলেজ; ৪. জনাব মোঃ মাসুদ হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চাঁদপুর; ৫. জনাব মোঃ সফিকুর রহমান, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাঁদপুর; ৬. বেগম কানিজ ফাতেমা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
কারিগরি	দলগত	১. জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (দলনেতা); ২. জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; ৩. জনাব মোঃ ফজলুল বারী, যুগ্মসচিব, উপ-নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক SEIP প্রকল্প, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; ৪. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপ-মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, SEIP প্রকল্প, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; ৫. জনাব আবু দাইয়ন মোহম্মদ আহসানউল্লাহ, উপসচিব, সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক, SEIP প্রকল্প, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; ৬. বেগম উর্মি তামান্না, উপসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
	প্রাতিষ্ঠানিক	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

জনপ্রশাসন পদক, ২০১৭

জেলা পর্যায়

ক্ষেত্র	শ্রেণি	জেলা	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
সাধারণ	ব্যক্তিগত	খুলনা	জনাব নাজমুল আহসান, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, খুলনা;
		সাতক্ষীরা	জনাব আবু সায়েদ মোঃ মনজুর আলম, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা;
		চুয়াডাঙ্গা	জনাব কে, এম, মামুন উজ্জামান, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা;
		কুষ্টিয়া	বেগম নাসিমা ইয়াসমিন, উপজেলা পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া;
		রংপুর	বেগম মোছাঃ জিলুফা সুলতানা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তারাগঞ্জ, রংপুর;
		সিলেট	বেগম হুরে জান্নাত, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।
সাধারণ	দলগত	টাঙ্গাইল	১. জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল (দলনেতা); ২. বেগম মুনিরা সুলতানা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), টাঙ্গাইল; ৩. জনাব সানোয়ারুল হক, প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল; ৪. জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রহিম সুজন, সহকারী কমিশনার (ভূমি), টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল।
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১. বেগম জান্নাতুল ফেরদৌস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (দলনেতা); ২. বেগম নাজমা বেগম, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া;

ক্ষেত্র	শ্রেণি	জেলা	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
			৩. বেগম শরিফা বেগম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ৪. জনাব আবুল কালাম আজাদ, সমাজসেবা কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
		যশোর	১. ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর, জেলা প্রশাসক, যশোর (দলনেতা); ২. বেগম সাবিনা ইয়াসমিন, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), যশোর; ৩. বেগম সখিনা খাতুন, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, যশোর; ৪. জনাব আবদুস সালাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শার্শা, যশোর; ৫. জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, সহকারী প্রোগ্রামার, যশোর।
		নড়াইল	১. জনাব মোঃ হেলাল মাহমুদ শরীফ, জেলা প্রশাসক, নড়াইল (দলনেতা); ২. জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নড়াইল; ৩. বেগম মোছাঃ নাছিমা খাতুন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নড়াইল সদর, নড়াইল; ৪. জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিয়া, নড়াইল; ৫. জনাব মোঃ সেলিম রেজা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লোহাগড়া, নড়াইল; ৬. জনাব রতন কুমার হালদার, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নড়াইল; এবং ৭. জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, নড়াইল।

ক্ষেত্র	শ্রেণি	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
সাধারণ	ব্যক্তিগত	ড. রহিমা খাতুন, উপপরিচালক, বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমী, শাহবাগ, ঢাকা
	দলগত	১. জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক, অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা; ২. জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন পনির, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা; ৩. জনাব জি এম সরফরাজ, সহকারী পরিচালক, বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমী, ঢাকা; ৪. জনাব তন্ময় মজুমদার, সহকারী সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা; ৫. জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, সহকারী প্রোগ্রামার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর।
	প্রাতিষ্ঠানিক	গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
কারিগরি	ব্যক্তিগত	মুহাম্মদ শাহাদৎ হোসাইন সিদ্দিকী, প্রাক্তন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।
	দলগত	১. জনাব মোঃ আনিছুর রহমান মিঞা, জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ; ২. বেগম শাহীন আরা বেগম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), নারায়ণগঞ্জ; ৩. বেগম জয়া মারীয়া পেরেরা, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ; এবং ৪. বেগম ফারহানা আফসানা চৌধুরী, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।
	প্রাতিষ্ঠানিক	একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

ক্ষেত্র	শ্রেণি	জেলা	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
সাধারণ	ব্যক্তিগত	পঞ্চগড়	জনাব মোঃ মামুন কবীর, উপজেলা সমবায় অফিসার, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়;
		ময়মনসিংহ	জনাব রাজীব কুমার সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ;
		চুয়াডাঙ্গা	জনাব মোঃ ফরিদুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।
	দলগত	ফেনী	১. জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, ফেনী; ২. জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ফেনী; ৩. জনাব ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী, উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, ফেনী; ৪. জনাব পি কে এম এনামুল করিম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফেনী সদর, ফেনী; ৫. ডাঃ রবীন্দ্রনাথ দত্ত, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, লেমুয়া ইউনিয়ন, ফেনী সদর, ফেনী; ৬. জনাব মীর আজম হোসেন, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, ছনুয়া ইউনিয়ন, ফেনী সদর, ফেনী ।
		রংপুর	১. জনাব ফরিদ আহাম্মদ, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, রংপুর, (দলনেতা); ২. জনাব মোস্তাইন বিল্লাহ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রংপুর; ৩. জনাব এ.টি.এম জিয়াউল ইসলাম, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পীরগঞ্জ, রংপুর;

ক্ষেত্র	শ্রেণি	জেলা	পদকপ্রাপ্তদের নাম, পদবি ও কর্মস্থল
			৪. জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), পীরগঞ্জ, রংপুর; ৫. জনাব এস. এম. গোলাম কিবরিয়া, প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), পীরগঞ্জ, রংপুর
	প্রাতিষ্ঠানিক	চট্টগ্রাম	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম কর কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম;
		জয়পুরহাট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট।
কারিগরি	ব্যক্তিগত	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	জনাব বি, এম, মশিউর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

বিজি প্রেস-২৪০৭ কম-বি-২০২৩-২৪—১৫০০ বই, ২০২৩।